এবার ইসরায়েলে হামলা চালানোর নির্দেশ খামেনির

সারে-জমিন

তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরে উত্তপ্ত হাড়োয়া

রূপসী বাংলা

বিপদের নাম অনলাইনে প্রতারণা

সম্পাদকীয়

আসিফের স্বর্ণপদক লাভ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২ নভেম্বর, ২০২৪
১৭ কার্তিক ১৪৩১
২৯ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

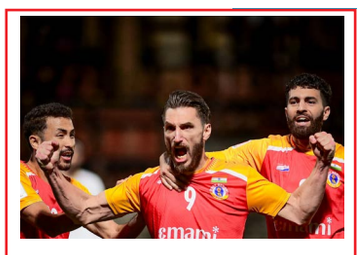

লেবাননের নেজমেহ-র বিরুদ্ধে তিন গোলে জিতে গেল ইস্টবেঙ্গল

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 295 ■ Daily APONZONE ■ 2 November 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

আবাস তালিকায় বাদ পড়ল ৪ লক্ষ মানুষের নাম

আপনজন ডেস্ক: আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির টাকা পাওয়া নিয়ে রাজ্য সরকার বিশেষ সার্ভে শুরু করেছে। তাতে বহু পাকা বাড়ি বা আর্থিক সম্পন্ন মানুষের সন্ধান মিলছে। এর ফলে আবাস যোজনায়র তালিকায় নাম ওঠার পরও তা বতিল কেরা হচ্ছে। এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এই মর্মে যে প্রকৃত দাবিদারদের আবাস যোজনার বরাদ্দ বাদ যাবে না তো। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রকৃত প্রাপকরা কেউ বাদ যাবে না। দরকার হলে পুনরায় যাচাই করা হবে। ১১টি কারণের আওতায় প্রাথমিক তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ পড়েছে, তাদের আবেদন পুনরায় যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, যাচাই করার পরে প্রায় ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৪৫ জনের নাম বাদ গেছে। তাদের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষেরই ছিল পাকা বাড়ি। তবে কাঁচা বাড়িতে ইটের আংশিক গাঁথুনি বা ভিত ছাড়ের তালিকায়।

মুসলিমদের সম্মতি ছাড়া কেন্দ্র অভিন্ন বিধি চালু করতে পারবে না: পিকে

আপনজন ডেস্ক: জন সুরজ পার্টির প্রধান তথা ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর শুক্রবার বলেন, মুসলিম সম্প্রদায় থেকে সম্মতি না মিললে কেন্দ্রীয় সরকার দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করতে পারবে না।

তিনি বলেন, গণতন্ত্রে কোনও আইন প্রবর্তনের আগে সরকারকে অবশ্যই জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে যারা এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। ভোটকুশলী থেকে রাজনীতিকে পরিবর্তিত পি কে বলেন, ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রয়োগ করা উচিত কিনা তা একটি বড় বিতর্ক হিসাবে রয়ে গেছে। যতক্ষণ না মুসলিম জনসংখ্যা, অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার ২০ শতাংশের সম্মতি মিলছে, ততক্ষণ আপনি এই ধরনের 'উগ্রপন্থী' আইন কেন্দ্র প্রয়োগ করতে পারবে না।

তিনি বলেন, আমরা সিএএ-এনআরসি মামলায় দেশজুড়ে বিক্ষোভ দেখেছি। আইনের দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের সরকারের উপর আস্থা না থাকলে তা বাস্তবায়ন করা যাবে না। আইন আনার আগে সংশ্লিষ্টদের আস্থা অর্জন না করলে কী হবে, তার উদাহরণ হিসেবে কেন্দ্রের কৃষি আইন প্রত্যাহারের কথা তুলে ধরেন তিনি। উদাহরণ হিসেবে প্রশান্ত কিশোর বলেন, দেখুন, কৃষি আইনে হিন্দু-মুসলিম ইস্যু ছিল না। কৃষকদের সম্মতি না নিয়েই আইন পাশ করল কেন্দ্রীয় সরকার। তাহলে এর ফলাফল কী? সরকারকে আইনটি বাতিল করতে হয়েছে। সুতরাং ইউসিসি হোক বা অন্য আইন, সেই আইনের দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে তাদের বিবেচনায় না নিলে আপনি তা বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। এটাই গণতন্ত্রের শক্তি। এ বছরের স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভিন্ন দেওয়ানি বিধির (ইউসিসি) পক্ষে সওয়াল করে বলেছিলেন, দেশকে ধর্মভিত্তিক বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে ভারতকে এখন ধর্মনিরপেক্ষ দেওয়ানি বিধির দিকে যেতে হবে। মোদি বলেছেন, আমাদের দেশে সুপ্রিম কোর্ট অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বারবার আলোচনা করেছে এবং বহুবার আদেশ দিয়েছে। দেশের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করে, এবং এটাও সত্যি, যে দেওয়ানি বিধি নিয়ে আমরা বাস করছি, তা আসলে এক অর্থে সাম্প্রদায়িক দেওয়ানি বিধি, বৈষম্যমূলক দেওয়ানি বিধি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি বিশ্বাস করি যে এই গুরুতর বিষয়টি নিয়ে সারা দেশে আলোচনা হওয়া উচিত। সবাইকে তাদের পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ইউসিসি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিলটিতে ভারতে সমস্ত নাগরিকের জন্য অভিন্ন নিয়মে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইউসিসি তাদের ধর্ম, লিঙ্গ বা যৌন দৃষ্টিভঙ্গি নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের জন্য সমানভাবে একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রযোজ্য করবে।

বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু ২৫ নভেম্বর

আপনজন ডেস্ক: রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন বসতে পারে ২৫ নভেম্বর। এই অধিবেশনে কয়েকটি নতুন বিল আনতে পারে রাজ্য সরকার। এই অধিবেশনে আবাস যোজনা নিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এবং রাজ্য সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে প্রস্তাব আনতে পারে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়েও প্রস্তাব আনবে রাজ্য সরকার। এর আগে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন বসেছিল গত সেপ্টেম্বর মাসে। শেষ বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন মূলত হয় আরজি করের ঘটনার আবহে। এই অধিবেশনেই রাজ্য সরকার ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে 'অপরাজিতা' বিল পাশ করেছিল। ফলে আলোচনা হতে পারে অপরাজিতা বিল নিয়েও। কারণ সেই বিল এখনও রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সই হয়ে এসে পৌঁছয়নি। আবাস যোজনার পাশাপাশি ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে একাধিকবার বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হয় রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার এই দুই প্রকল্প নিয়ে একটি ইতিবাচক প্রস্তাব বিধানসভায় আনতে পারে রাজ্য সরকার।

মহারাষ্ট্রে বড় দলগুলি খুবই কম টিকিট দিল মুসলিমদের

আপনজন ডেস্ক: মুম্বাইয়ে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ২০% এবং শহরে প্রায় ১০টি আসন রয়েছে যেখানে এই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ২৫% বা তারও বেশি। তারপরও প্রধান দলগুলোর প্রার্থী তালিকায় মুসলমানদের সংখ্যা এক থেকে চার।

বড় দলগুলির মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে এনসিপি অজিত পাওয়ারও এবার মুসলিম প্রতিনিধিদের বেশি আসন বরাদ্দ করেছে, যদিও তাদের সংখ্যা কম। কংগ্রেস চারজনকে প্রার্থী করেছে আমিন প্যাটেল (মুম্বাদেবী), আসলাম শেখ (মালাড পশ্চিম), আসিফ জাকারিয়া (বান্দ্রা পশ্চিম) এবং নাসিম খান (চান্দিভালি)।

ভারসোভা থেকে শিবসেনা (ইউবিটি) তাদের একমাত্র প্রার্থী হারুন খানকে প্রার্থী করেছে, এনসিপি (এসপি) অনুশক্তি নগর থেকে ফাহাদ আহমেদকে প্রার্থী করেছে। আহমেদের বিরুদ্ধে লড়ছেন নবাব মালিকের মেয়ে সানা মালিক, যিনি এনসিপি (অজিত পাওয়ার) প্রার্থী। মালিক নিজে মানখুর্দ-শিবাজিনগর থেকে সমাজবাদী পার্টির বর্তমান বিধায়ক আবু আসিম আজমির বিরুদ্ধে এনসিপি (অজিত পাওয়ার) প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন এবং কংগ্রেস ছেড়ে আসা জিশান সিদ্দিকি বান্দ্রা পূর্ব থেকে এনসিপি (অজিত পাওয়ার) প্রার্থী। ছোট দলগুলির মধ্যে প্রকাশ আম্বেদকরের নেতৃত্বাধীন বঞ্চিত বহুজন আঘাদি (ভিবিএ) ৯ জন মুসলিমকে প্রার্থী করেছে এবং এআইএমআইএম ৪ জনকে প্রার্থী

করেছে। টিকিট বিতরণ এবং প্রার্থী বাছাইয়ের পরবর্তী পরিণতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের অসন্তোষের অভিব্যক্তি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, যারা বাছাইয়ে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এনসিপি কর্মী এবং সংখ্যালঘু কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নাসিম সিদ্দিকি বলেছেন, বিশ্বাসঘাতকতার অনুভূতি তাদের মধ্যে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে মনোনয়নের সংখ্যা তাদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম। হতাশার কারণ লোকসভা ভোটে এমভিএ-র পক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘু ভোট বিপুল সংখ্যায় সংহত হয়েছিল। অভূতপূর্ব সমাবেশ এমনকি কিছু মহায়ুতি নেতাকে এটিকে "ভোট জিহাদ" হিসাবে বর্ণনা করতে প্ররোচিত করেছিল। সংখ্যালঘু সদস্যরা এবার প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিজেপি এবং তার ডানপন্থী সহযোগীদের কাছ থেকে তেমন আশা করেননি, বিশেষত গত কয়েক বছরে ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং অন্যান্য ধরণের সাম্প্রদায়িক উস্কানির ঘটনা দেখে। কিন্তু এমভিএ-র বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রবল। আসলাম শেখ বা নাসিম খানের মতো পরিচিত মুখ, যারা বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁদের নির্বাচনী এলাকা লালন করছেন, তাদের বাদ দিলে বিরোধীদের তালিকায় নতুন কোনও নাম নেই। লোকসভা নির্বাচনে মুসলিম অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলি বেশ কয়েকটি আসনে এমভিএ প্রার্থীদের ফলাফল ঘুরিয়ে দিতে সহায়তা করেছিল। এর ফলে এমভিএ (কংগ্রেস, সেনা ইউবিটি এবং শরদ পাওয়ারের এনসিপি) রাজ্যের ৪৮টি আসনের মধ্যে ৩১টি আসন জিততে সক্ষম হয়েছিল। মুম্বইয়ের ছয়টি লোকসভা আসনের মধ্যে চারটিতে জিতেছে এমভিএ, শিবসেনা (ইউবিটি) সম্প্রদায়ের সমর্থনে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। বাইকুল্লা, ধারাভি, আন্ধেরি পশ্চিম এবং সিওন কোলিওয়াড়াকে এমন অঞ্চল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেখান থেকে এমভিএ, বিশেষত সেনা (ইউবিটি) বিধানসভা নির্বাচনে আরও বেশি মুসলমানকে সমর্থন করতে সহায়তা করতে পারত যাতে তাদের আরও বেশি প্রতিনিধিত্ব করা যায় ও সংখ্যালঘু সমর্থন মেলে। কারণ মুম্বাদেবীর সঙ্গে বাইকুল্লা বিধানসভা কেন্দ্রে এমভিএ প্রার্থী অরবিন্দ সাওয়ান্তকে দক্ষিণ মুম্বই লোকসভা আসনে জয়ী হতে সাহায্য করে। মুম্বাদেবীতে লোকসভা ভোটে সাওয়ান্তকে ৭৭,৪৬৯ ভোটে বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিল। বাইকুল্লায় সাওয়ান্ত পেয়েছিলেন ৮৬,৮৮৩ ভোট। যদিও এবার কংগ্রেসের বর্তমান বিধায়ক আমিন প্যাটেল মুম্বাদেবীতে একনাথ শিন্ডে সেনার শাইনা এনসির মুখোমুখি।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

উমর ফারুক ট্রাভেলস্

নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পরিষেবা

১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ — প্যাকেজ — ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ

■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

■ মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

রমজানের স্পেশাল অফার
সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন

হাদিয়া

ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

যোগাযোগ

কাজী ওয়াসিম আকবার 8240569012
আব্দুল ফারাদ 7003187312
সেখ সাইন রহমান 7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

KALIACHAK BONNY CHILD SCHOOL
Estd : 2005 Class-LKG to VIII

BONNY CHILD MISSION
Estd : 2011 Class-III to XII

An Ideal Bengali Medium Residential & Non Residential Co-Educational School

Conducted by : Bonny Child Mission

বনি চাইল্ড মিশনের বৈশিষ্ট্য

- দিবারাত্রি হোস্টেলের ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের যোগাযোগ ও সহায়তা করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- তৃতীয় থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলী দ্বারা সু-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুল গাড়ির সু-ব্যবস্থা রয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীদের রুচি সম্মত খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।
- আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজি ও রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী, আরবী-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- মিশনটির অবস্থান মনোরম সবুজ ও শান্ত পরিবেশ যা ছাত্র-ছাত্রীদের মুগ্ধ করবে।
- Mini Indoor Games Complex এর ব্যবস্থা রয়েছে যা ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশের একটি উচ্চমানের ব্যবস্থা।
- Co-Curricular Activities এর ওপরেও লক্ষ্য রাখা হয়।

MADHYAMIK HIGHEST MARKS-2024

Marks 665 (95%)

AAQIB AHSAN

১. পৃথক পৃথক Boy's হোস্টেল ও Girl's হোস্টেল এর ব্যবস্থা রয়েছে।
২. ২০২৫-২৬ বর্ষের উচ্চমাধ্যমিকের পঠন-পাঠনের জন্য একাদশ শ্রেণীর ভর্তি নেওয়া চলছে।

E-mail: bonnychildmission@gmail.com
Contact Office: Kalikapur Kaliachak, Malda, Pin-732201 (W.B)
Ph : 8768561466 / 7583902506

প্রথম নজর

দীপাবলি উৎসব পালন বিএসএফ জওয়ানদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়া সীমান্তবর্তী চাপড়া ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দীপাবলি উৎসব পালন বিএসএফ জওয়ানদের। কৃষ্ণনগর সেক্টর হেডকোয়ার্টার এর বিএসএফের ডিআইজি সঞ্জয় কুমারের নেতৃত্বে নদীয়ার চাপড়ার বিএসএফের ১৬১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ব্রহ্মনগর বিএসএফ ক্যাম্পে এবং হৃদয়পুরে দীপাবলি উৎসব অনুষ্ঠান পালন করা হল । এই দীপাবলি উৎসব সারা দেশে পালিত হচ্ছে, সেই রকমই বিএসএফের নদীয়া জেলা সমস্ত সীমান্তে যেমন দীপাবলি উৎসব পালন করা হচ্ছে তেমনি চাপড়ার হৃদয়পুর এবং ব্রহ্মনগর সীমান্তে পালন করা হলো। এই উৎসব সীমান্ত রক্ষা বাহিনী জওয়ানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে । সীমান্ত রক্ষীর জওয়ানদের পাশাপাশি বিএসএফের বিভিন্ন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন এই দীপাবলির উৎসবে। বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব আতশবাজি ফাটিয়ে এই উৎসব পালন করা হল। সীমান্তে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে ডিআইজি সঞ্জয় কুমার এবং ১৬১ ব্যাটেলিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট সোয়লেশ রানা এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের বিভিন্ন আধিকারিকগণ। সীমান্ত পাহারা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দীপাবলি সীমান্তে পালন করা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এতে বিএসএফ জওয়ানদের তাদের ডিউটি করতে মানসিক মনোবল আরো বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ।

বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পুলিশ সেলে বিছানার চাদর দিয়ে গলায় দড়ি নিয়ে আত্মঘাতী বোলপুর মহকুমা সংশোধনাগারে জেলে বিচারাধীন বন্দী। শুক্রবার দুপুরে রহস্যজনক এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। জানা গিয়েছে মৃতের নাম দেবনাথ বাগদি। তার বাড়ি বোলপুরের নায়েক পাড়ায়। জানা গিয়েছে গত ২৪ তারিখে এলাকায় একটি চুরির ঘটনায় তাকে গ্রেফতার করে বোলপুর থানার পুলিশ। তারপর থেকে সে জেল হেফাজতে ছিল। বৃহস্পতিবার শারীরিক অসুস্থতা হওয়ার কারণে তাকে ১১ টা নাগাদ বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর এদিন দুপুর ২ নাগাদ হাসপাতালের পুলিশ সেলে থাকার সময় বিছানার চাদর ছিড়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে। যদিও তার বাড়ির সদস্যদের পুলিশের তরফে কোনোরকম তথ্য দেওয়া হয়নি। সে কারণেই কিভাবে এই বিচারাধীন বন্দীর হাসপাতালের পুলিশ সেলে থাকা অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে ধন্দদ্ধ রয়েছে।

গনি খান চৌধুরীর ৯৮তম জন্মদিন পালন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা তথা বাংলার রূপকার এ.বি.এ গনি খান চৌধুরীর ৯৮তম জন্মদিন পালন। কোতুয়ালি নিজস্ব বাসভবনের মাজারে তথা সমাধিতে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম বেনজির নূর সহ ইংরেজবাজার পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারি, জেলা যুব নেতা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌমিত্র সরকার, জাকির হোসেন সহ বিশিষ্ট জনেরা। এই বিষয়ে মৌসম নুর বলেন, মালদা তথা বাংলার রূপকার এ. বি.এ গনি খান চৌধুরীর ৯৮তম জন্মদিন পালন। কোতুয়ালি নিজস্ব বাসভবনের মাজারে তথা সমাধিতে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে তার জন্মদিন কে শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হলো মালদা সহ ভারতবর্ষের তার এক নামে পরিচিত। মালদার মানুষ তো গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে মানুষের মতো ভালবাসতেন মানুষের হয়ে কাজ করতেন সেই আদর্শকে সামনে রেখেই আমরা এগিয়ে চলেছি বলে জানান মৌসম নুর।

উপনির্বাচনের আগে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরে উত্তপ্ত হাড়োয়া, আক্রান্ত বিধায়িকা

এহসানুল হক ● হাড়োয়া

আপনজন: বৃহস্পতিবার কালীপুজোর রাতে বসিরহাট মহাকুমার অন্তর্গত হাড়োয়ায় উপনির্বাচনের আগে চরমে উঠল তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। হাড়োয়ায় একটি কালীপুজোর অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে আক্রান্ত হলেন মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়িকা উষারানি মণ্ডল। কয়েকজন আহত হয় বলে খবর। অভিযোগ, বিধায়ককে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধরের ঘটনা ঘটে, তাতে বিধায়ক পায়ে চোট পান। অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই তৃণমূলের কর্মী বলে পরিচিত। তৃণমূল বিধায়ককে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা শোরগোল দেখা দিয়েছিল দলে। এবার কালীপুজোর রাতে বিধায়ককে মারধরের অভিযোগ উঠল নিজের দলের লোকেদের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য,কয়েক মাস আগে মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়ক উষারানি মণ্ডলের বিজেপি ঘনিষ্ঠতা নিয়ে দলের মধ্যে বেশ জল্পনা তৈরি হয়েছিল। এমনকী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় তাঁর অনুপস্থিতিও চোখে পড়েছিল অনেকেরই। যার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন শাসকদলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উষারানীর নাম নিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে সভা থেকে বলেছিলেন, “তৃণমূলের বিধায়ক থাকবেন কিন্তু মিটিংয়ে আসবেন না, এটা চলবে না। যতক্ষণ না ক্ষমা চেয়ে, পায়ে না ধরবে, ততক্ষণ উষারানি মণ্ডলের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনাদের মতো লোক আমরা চাই না।” আর সেই ক্ষোভের আগুন মিটতে না মিটতেই ভয়ংকর ঘটনা ঘটল গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে।জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে হাড়োয়া থানায় কালীপুজো হয়েছিল। সেখানে বিধায়ক এবং বিধায়কের স্বামীর মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল নিমন্ত্রণ থাকায় গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ফেরার সময়ই ঘটে বিপদ। হাড়োয়ার টেম্পু স্ট্যান্ডের কাছে বিধায়কের গাড়ি লক্ষ্য করে ইঁট ছোড়া হয়। শুধু তাই নয় বিধায়ককে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে ব্যাটন দিয়ে মারা হয়। আক্রান্ত হয় তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলও। এই ঘটনায় সরাসরি আঙুল উঠছে তৃণমূল নেতৃত্বের দিকেই অভিযোগ তুললেন বিধায়কের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। এদিন বিধায়কের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল আরোও বলেন, আব্দুল খালেক মোল্লার নেতৃত্বে প্রায় ১০০ থেকে ২০০ লোক আমাদের উপর আক্রমণ করে, বিধায়ক সহ ১০ থেকে ১২ জন আমরা আক্রান্ত হয়। এমনকি পুলিশের সামনে থেকেই এই ঘটনা ঘটে। যদিও এই ঘটনা পুরোপুরি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন হাড়োয়ার পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা, তিনি উল্টে সাংবাদিকদের জানান, দেখুন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল এবং বিধায়িকা উষারানী মন্ডল তিনি হাড়োয়াতে কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনেই দল থেকে তাকে সাসপেন্ড করেছে। সেই রাগের কারণে ব্লক সভাপতি, প্রধানদের উপর অকত্য অত্যাচার করে যাচ্ছেন। কারণ তিনি নিজে তোলাবাজ,আবার তোলাবাজদের নিয়ে মাছের ভেড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে এতটা জড়িয়ে গেছেন মানুষ তাকে আর পছন্দ করছে না। আরো অভিযোগ করেন, মোটা অংকের টাকা নিয়ে লোকের সঙ্গে বিট করিয়ে দেন। কিন্তু মানুষ চাইছে প্রকাশ্যে নিলামে অকশান হোক। বৃহস্পতিবার রাতে আমরা নারায়ণপুরে পাশের গ্রামে একটি কালীপুজো অনুষ্ঠানে গেছিলাম, সেখানে মৃত্যুঞ্জয় সহ বিধায়কের লোকজন আমাদের উপরে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে। প্রধান মল্লিকা মন্ডলের উপরেও আক্রমণ করা হয়। সেখানে বন্দুকের গুলির খোল পাওয়া গিয়েছে। তিনি এই ঘটনায় পুলিশকেও দায়ী করছেন। এটা লজ্জার।এটা কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব না, উনার লোকজন সরাসরি বিজেপির এজেন্ট হয়ে কাজ করেছে আমাদের কাছে প্রমাণ আছে। আজ মিনাখার বিধায়িকা এবং তার স্বামীর অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে, তাই এই আক্রমণ। যদিও এই বিষয়ে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি কোন কিছুই জানাতে চাননি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শ্বশুরবাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত জামাই

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: শশুর বাড়ি এসে মৃত্যু হল জামাইয়ের। কালীপুজোর রাতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, কালী পুজোর রাত্রে মথুরাপুর থানার রামবাটি গ্রামের ২৬ বছরের যুবক সৌভিক হালদার জয়নগর থানার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটপাড়া এলাকায় তাঁর শশুর হীরালাল পাইকের বাড়িতে আসে স্ত্রীকে নিয়ে।এদিন সন্ধ্যায় শশুর বাড়িতে রঙিন আলো লাগাতে গিয়ে আচমকা বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়েন জামাই সৌভিক হালদার।সাথে সাথে শশুরবাড়ির মানুষজন জামাইকে নিয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর ও বকুলতলা থানার পুলিশ তদন্তের কাজ শুরু করেছে।মৃতদেহ শুক্রবার বকুলতলা থানা থেকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠালো পুলিশ।আর এই শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

হাজারো উপস্থিতিতে নামাজে জানাজা নিহত চার ছাত্রের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: জীবনটা সবে শুরু করেছিলেন তারা। কিন্তু দীপাবলীর রাতে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা কেড়ে নিল চারজন ছাত্রের প্রাণ। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় একটি মহিলা গুরুতর আহত হন, যাকে কালনা থেকে কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল প্রায় এগারোটায় কালনা হাসপাতালে নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ান এলাকার বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। জানা গেছে, নিহতরা হলেন সমুদ্রগড় ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা নামাজ আলী মন্ডল, আবু বাক্কার সিদ্দিকী ও আব্দুল সেলিম মোল্লা এবং পারুল ডাঙ্গার দশম শ্রেণীর ছাত্র আরিফ শেখ। নামাজ আলী ও আবু বাক্কার পারুল ডাঙ্গা নসরতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, আর আব্দুল সেলিম কলেজ শেষ করে পুলিশের ট্রেনিংয়ের জন্য কোচিং করছিলেন। তথ্য অনুযায়ী, চারজন ছাত্র নবদ্বীপ থেকে ফেরার পথে বাইক চালিয়ে আসছিলেন। এ সময় এক মহিলাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে তাদের বাইকটি একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যানের সাথে ধাক্কা খায়, যার ফলে ঘটনাস্থলেই চারজন ছাত্রের মৃত্যু হয়। আহত মহিলাকে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার কালনা হাসপাতালে তাদের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। এরপর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় মৃতদেহগুলি। চার ছাত্রের লাশ গ্রামে পৌঁছানো মাত্রই শোকে ভেসে যায় পুরো এলাকা। হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে তাদের জানাজার নামাজ হয়।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

আশ শিফা হসপিটাল

ASHSHEEFA HOSPITAL

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM (3 Years)

কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে

ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

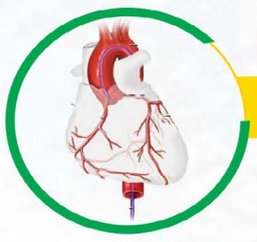

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

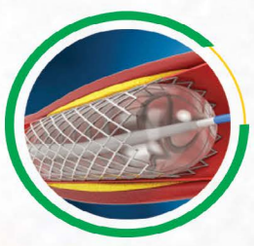

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর

ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত

MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

আরব মরু উদ্যানে ৪ হাজার বছরের পুরনো শহরের সন্ধান

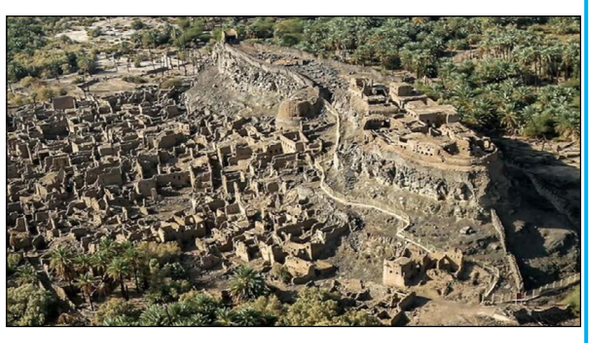

আপনজন ডেস্ক: আধুনিক সৌদি আরবের একটি মরূদ্যানের আড়ালে চার হাজার বছরের পুরনো একটি সুরক্ষিত শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। কীভাবে সেই সময়ের জীবন ধীরে ধীরে যাযাবর থেকে শহুরে অস্তিত্বে পরিবর্তিত হচ্ছিল, এ শহর থেকে সেই ধারণা পাওয়া যাবে।
স্থানীয় সময় বুধবার (৩১ অক্টোবর) প্রত্নতাত্ত্বিকরা জানিয়েছেন, এই শহরটি পরিচিত ছিল 'আল-নাতাহ' নামে। আরব উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে মরুভূমি বেষ্টিত সবুজ ও উর্বর মরূদ্যানে দীর্ঘকাল আড়ালে ছিল শহরের ধ্বংসাবশেষ। ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক গিলিয়াম শার্লক্সের নেতৃত্বে পরিচালিত চলতি বছরের শুরুতে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুসারে, প্রাচীন এই শহরে একটি ১৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়েছে। মূলত আবাসভূমির চারপাশ ঘিরে রেখেছিল এই প্রাচীর। গবেষকরা জানিয়েছেন, ব্রোঞ্জ যুগের প্রথম দিকে খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দে 'আল-নাতাহ' শহরটি গড়ে উঠেছিল। এর প্রায় এক হাজার বছর পর এটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। তবে কীভাবে শহরটি পরিত্যক্ত হয়েছিল, তা জানা যায়নি।
আল-নাতাহ শহর গড়ে ওঠার সময় ভূমধ্যসাগর বরাবর লেভান্ট অঞ্চলে শহরগুলো বর্তমান সিরিয়া থেকে জর্ডান পর্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছিল। সেই সময়ে উত্তর-পশ্চিম আরবকে অনুর্বর মরুভূমি বলে মনে করা হত। যাযাবররা প্রতিনিয়ত অতিক্রম করত এ অঞ্চলে।
১৫ বছর আগে প্রত্নতাত্ত্বিকরা খায়বারের উত্তরে তাইমার মরূদ্যানে ব্রোঞ্জ যুগের প্রাচীর আবিষ্কার করেন। তবে সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা মরূদ্যানগুলো আরও ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রাথমিক অনুসন্ধানকালে একটি পাহাড়ের উপর প্রায় ৫০টি বাড়িসহ ২.৬ হেক্টর আয়তনের একটি শহরের চিত্র আঁকা হয়েছে, যেখানে নিজস্ব প্রাচীর রয়েছে। গবেষকরা জানিয়েছেন, প্রাচীন এই শহরের অবস্থানে পাওয়া সমাধিক্ষেত্রের ভেতরে কুঠার এবং ছোরার মতো ধাতব অস্ত্র পাওয়া গেছে।
পাশাপাশি মূল্যবান পাথর ছিল, যা আগে তুলনামূলকভাবে উন্নত সমাজকে নির্দেশ করে।

বিমান থেকে নামতে গিয়ে পা ভাঙল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) দুবাই বিমানবন্দরে গুরুতর আহত হয়েছেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি। মূলত বিমান থেকে নামতে গিয়ে তিনি পড়ে যান এবং এতে তার পায়ের হাড় ভেঙে গেছে। গত বুধবার স্থানীয় সময় রাতে এই ঘটনা ঘটে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য ডন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হাসপাতালে নেয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়। পাকিস্তানের এই প্রেসিডেন্টকে চার সপ্তাহের জন্য বিশ্রামে থাকতে বলা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হাউসের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ওই ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট জারদারিকে অবিলম্বে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ডাক্তাররা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পায়ে প্লাস্টার কাস্ট প্রয়োগ করেন। মুখপাত্র আরো বলেন, প্রেসিডেন্ট জারদারির পায়ে চার সপ্তাহের জন্য ওই প্লাস্টার কাস্ট থাকবে এবং তাকে বাড়িতে বিশ্রাম নেয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসার পর প্রেসিডেন্ট জারদারিকে তার বাসভবনে স্থানান্তরিত করা হয়।
এদিকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল জমিয়ত উলেমা-ই-ইসলাম-ফজল (জেইউআইএফ) প্রধান মাওলানা ফজলুর রহমান পিপিপি চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিকে ফোন করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারির খোঁজ-খবর নিয়েছেন।
বিলাওয়ালের সাথে টেলিফোনে কথোপকথনের সময় জারদারির দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন ফজল।

এবার ইসরায়েলে হামলা চালানোর নির্দেশ খামেনির

আপনজন ডেস্ক: তেহরানে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়েহকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইরানকে সরাসরি ইসরায়েলে হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি।
বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
এর আগে বুধবার (৩১ জুলাই) সকালে ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের জরুরি বৈঠকে এই আদেশ দেন খামেনি।
যদিও নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল মার্কিন নির্বাচনের আগে ইরান প্রতিশোধমূলক এই হামলা চালাবে না। তবে অন্যান্য সংবাদমাধ্যম বলেছে ৫ নভেম্বরের নির্বাচনের আগেই হতে পারে হামলা।
ইরান ও হামাস ইসমাইল হানিয়াকে হত্যার জন্য ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করে আসছে। তবে ইরানের নতুন প্রেসিডেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া ইসমাইল হানিয়ার মৃত্যুর সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পৃক্ততা আছে কিনা, সে বিষয়ে স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটিই করেনি ইহুদি রাষ্ট্রটি।
এদিকে এ ঘটনার জের ধরে গত ১ অক্টোবর ইসরায়েলে ১৮১টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছোড়ে ইরান। এর জবাবে ২৬ অক্টোবর ইরানের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায় দখলদার ইসরায়েলের বিমানবাহিনী। এতে ইরানের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
যদিও ইরান প্রথমে দাবি করেছিল ইসরায়েলি হামলায় তাদের খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে পরবর্তীতে হামলার তীব্রতা পর্যবেক্ষণ ও চার সেনার মৃত্যুর পর আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি গত সোমবার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের বলেন, ইসরায়েলকে এই হামলার জবাব দিতে হবে। নয়ত তারা 'পরাজিত' হিসেবে অভিহিত হবেন।
অনিবার্য এই হামলা নিয়ে এরইমধ্যে ইসরায়েলজুড়ে শুরু হয়েছে অস্থিরতা। ইরানের সম্ভাব্য হামলার ঝুঁকিতে রয়েছে নেতানিয়াহুর জেরুজালেমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ তেল আবিবে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা দপ্তর। এছাড়াও সরকারি ও সামরিক বাহিনীর অন্য স্পর্শকাতর স্থাপনাগুলোও রয়েছে ইরানের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে। টাইমস অব ইসরায়েল বলেছে, সোমবার সকালেই নেতানিয়াহুকে মাটির নিচের বাঙ্কারে সরিয়ে নেয়া হয়।
এছাড়া ইসরায়েলের চ্যানেল থার্টিন জানিয়েছে- রোববারই ইসরায়েলে হামলার জন্য মিসাইল প্রস্তুত করে ফেলেছে ইরান। এখন শুধু আয়াতুল্লাহ খামেনির চূড়ান্ত নির্দেশের অপেক্ষা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৪

আমরাই জিতব: কমলা হ্যারিস

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। উইসকনসিনে এক সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে হ্যারিস বলেছেন, আমরাই আগামী নির্বাচনে জিতব। তিনি তরুণ ভোটারদের কাছে টানার চেষ্টা করেন এবং তাদের নিয়ে তিনি গর্বিত বলেও উল্লেখ করেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প তার উইসকনসিনের সমাবেশে প্রতিপক্ষ কমলা হ্যারিসকে ব্যাপক আক্রমণ করে কথাবার্তা বললেও দমে যাননি কমলা হ্যারিস। তিনিও উইসকনসিনে সমাবেশ করেছেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি বলেছেন, উইসকনসিন এমন একটি যুদ্ধক্ষেত্র, আসন্ন নির্বাচনে যেটিতে জয়ী হওয়া আবশ্যক।
উইসকনসিনবাসীর কাছে তিনি ভোট প্রার্থনা করেন। তবে, কমলার বক্তব্যের শুরুতে একজন প্রতিবাদকারী 'সিজফায়ার নাউ' বলে উচ্চ স্বরে স্লোগান দিচ্ছিলেন, মানে, গাজায় দ্রুত যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান তিনি। হ্যারিস সেই প্রতিবাদকারীর কথার উত্তর দিয়েছিলেন। কমলা বলেন, 'আমরা সবাই চাই গাজার যুদ্ধ শেষ হোক'। উপস্থিত সমর্থকদের তিনি বলেন যে, এই যুদ্ধ শেষ করার জন্য তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। তিনি এক পর্যায়ে প্রতিবাদকারীদের উদ্দেশ করে বলেন, 'আমাদের সবারই কথা বলার অধিকার আছে। কিন্তু এখন আমি কথা বলছি।'
এ কথা শুনে সবাই তারস্বরে চিত্কার করে ওঠে এবং এক পর্যায়ে প্রতিবাদকারীরা শান্ত হয়ে যায়। হ্যারিস তার ভাষণ চালিয়ে যান এবং তার সমর্থকদের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'আমরা জিতব।' যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট এরপর বলেন যে, ট্রাম্প গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ।
কমলা বলেন, 'ট্রাম্প নির্বাচিত হলে দেখা যাবে তিনি তার শত্রুদের তালিকা নিয়ে অফিসে প্রবেশ করছেন। কিন্তু যখন আমি নির্বাচিত হব, তখন আমি একটি টু-ডু লিস্ট (করণীয় তালিকা) করার কাজে মন দিব।' তিনি জানান, তার করণীয় তালিকার শীর্ষে রয়েছে মানুষের জীবনযাত্রার খরচ কমিয়ে আনা। গর্ভপাত, স্বাস্থ্যসেবাসহ আরো যেসব খাতে কাজ করার প্রতিশ্রুতি তিনি এর আগে দিয়েছেন, সেসব বিষয় তিনি আবারও উইসকনসিনের সমাবেশে তুলে ধরেন। তিনি স্বাস্থ্যসেবার খরচ কমানোর প্রতিশ্রুতি দেন।
এবং গর্ভপাতের বিষয়ে বলেন, 'একজন নারী তার শরীরের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নিবেন, তা তার মৌলিক স্বাধীনতা। এখানে সরকার তাকে কী বলবে, সেটি তাকে অনুসরণ করতে হবে না।' তিনি তরুণ ভোটারদের, বিশেষ করে যারা এবার প্রথম ভোট দেবেন তাদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি তোমাদের প্রজন্মকে ভালোবাসি, আমি তোমাদের ভালোবাসি।' হ্যারিস বলেন, 'তোমরা পরিবর্তনের জন্য মুখিয়ে আছ। তোমরাই কেবল জলবায়ু সংকট সম্বন্ধে জানো। তোমরা আমাদের গ্রহ, আমাদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করার দায়িত্বে নেতৃত্ব দিচ্ছ।' তিনি উইসকনসিনের জনতাকে এই বলে তার বক্তৃতা শেষ করেন, 'আপনার ভোট আপনার কণ্ঠস্বর। আপনার কণ্ঠস্বর আপনার শক্তি।' উল্লেখ্য, আগামী ৫ নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ভোট নেওয়া হবে। ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সাবেক রিপাবলিকান গভর্নর আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার এবারের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা ও তার রানিং মেট গভর্নর টিম ওয়ালজকে ভোট দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। বুধবার তিনি এ ঘোষণা দেন।

বতসোয়ানায় ক্ষমতার পালাবদল হল দীর্ঘ ৫৮ বছর পর

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানার জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল 'বতসোয়ানা ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' প্রায় ছয় দশক ক্ষমতায় থাকার পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। প্রেসিডেন্ট মোকগউইৎসি মাসিসি পরাজয় মেনে নিয়ে 'সরে দাঁড়াবেন' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে ৫৮ বছর পর বতসোয়ানায় ক্ষমতার পালাবদল ঘটছে।
নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন বতসোয়ানা ডেমোক্র্যাটিক পার্টি চতুর্থ স্থানে রয়েছে। এ অবস্থা দেখে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার আগেই শুক্রবার (১ নভেম্বর) সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট।
রাজধানী গ্যাবোরোনে এক সংবাদ সম্মেলনে মোকগউইৎসি মাসিসি বলেন, জনগণের চোখে আমরা অনেক সময় ভুল করেছি। আমরা আমাদের পরাজয়ের বার্তা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম। আমি বিরোধীদের তাদের জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি এই নির্বাচন মেনে নিতে চাই। বতসোয়ানার নির্বাচনী ব্যবস্থায় আইনসভার ৬১টি আসনের মধ্যে ৩১টি আসনে প্রথম যে দল আসবে, তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। তারাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রার্থীকে বসান এবং সরকার গঠন করেন।
১৯৬৬ সাল থেকে হীরা সমৃদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার দেশটি শাসন করছে বতসোয়ানা ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। এবারও আশা করা হয়েছিল তারা জয়ী হবে। তবে নির্বাচনে এগিয়ে আছে প্রধান বিরোধী দল আমব্রেলা ফর ডেমোক্রেটিক চেঞ্জ (ইউডিসি)। শক্তিশালী ব্যবধানে এগিয়ে থাকা দলটির নেতা দুমা বোকো প্রেসিডেন্ট পদের সম্ভাব্য প্রার্থী। ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট মোকগউইৎসি মাসিসি মাসিসি জানিয়েছেন, তিনি দুমা বোকোকে ফোন করে জানিয়েছিলেন যে, তিনি পরাজয় স্বীকার করছেন।
৫৪ বছর বয়সী বোকো ২০১২ সালে বিডিপির বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে ইউডিসি দল গঠন করেন। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন তিনি। এর আগে ২০১৪ ও ২০১৯ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।
প্রাথমিক ফলাফলে, বিরোধী আরেক দল বতসোয়ানা কংগ্রেস পার্টি সাতটি আসন এবং বতসোয়ানা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট পাঁচটি আসন পেয়েছে, যেখানে ক্ষমতাসীন বিডিপি মাত্র তিনটি আসন পেয়েছে। অর্থাৎ বিডিপি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে।

স্পেনে আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা ২০০ ছাড়াল, এখনো বহু নিখোঁজ

আপনজন ডেস্ক: স্পেনের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে চলতি সপ্তাহে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এক বছরের সমপরিমাণ বৃষ্টিপাতে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। কয়েক দশকের মধ্যে রেকর্ড করা সবচেয়ে ভয়াবহ এই বন্যায় সবশেষ ২০২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিখোঁজ রয়েছেন বহু মানুষ।
গত মঙ্গলবারের আকস্মিক এই বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চল। সেই অঞ্চলেই ১৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।
স্পেনের জরুরি সেবা বিভাগ জানিয়েছে, ঝড়ে শহর ও রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়েছে। নদীর তীর ফেটে গেছে। হাজার হাজার মানুষ বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অনেক মানুষ নিখোঁজ রয়েছে, তবে এই সংখ্যাটি নিশ্চিত করতে পারছি না।
ভ্যালেন্সিয়ায় গত মঙ্গলবার ২৮ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর ফলে অনেকেই ভবনের বেসমেন্ট ও নিচের তলায় আটকা পড়েছে।
জরুরি সেবা বিভাগ বলছে, যারা নিখোঁজ রয়েছেন তাদের জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা ততই কমছে।
স্পেনের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে প্রায়ই শরতের বৃষ্টি হলেও এবারের বৃষ্টিপাত ছিল নজিরবিহীন।
বেশিরভাগ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ভ্যালেন্সিয়ায়। অঞ্চলটি ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত এবং ৫০ লাখেরও বেশি মানুষের আবাসস্থল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সিবিএস নিউজের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের ১০ বিলিয়ন ডলারের মামলা

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক সিবিএস নিউজের বিরুদ্ধে ১০ বিলিয়ন ডলারের মামলা করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প।
স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) টেক্সাসের নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের ফেডারেল কোর্টে এ মামলাটি করেছেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্প।
চ্যানেলটির '৬০ মিনিট' অনুষ্ঠানে প্রচারিত ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সাক্ষাৎকার নিয়ে মামলাটি হয়েছে।
ফেডারেল আদালতে দায়ের করা মামলায় সাক্ষাৎকারটি বিভ্রান্তিকর বলে অভিযোগ করা হয়। এতে দাবি করা হয়েছে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ নিয়ে একটি প্রশ্নের দু'টি ভিন্ন উত্তর প্রচার করেছে সিবিএস।
তবে চ্যানেলটি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এক বিবৃতিতে সিবিএস বলেছে, ৭ অক্টোবর প্রচারিত তাদের 'ফেস দ্য নেশন' অনুষ্ঠানের জন্য সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন কমলা হ্যারিস। সেখানে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রশ্নের যে উত্তর কমলা হ্যারিস দিয়েছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত অংশ '৬০ মিনিট' অনুষ্ঠানে প্রচার করা হয়। '৬০ মিনিট' অনুষ্ঠানে আরো অন্যান্য বিষয় তুলে ধরতে হয় বলে সাক্ষাৎকারটি সংক্ষিপ্ত করা হয় বলেও দাবি করেছে সিবিএস। তাই ট্রাম্প যে অভিযোগ করছেন সেটি সত্য নয় বলে জানিয়েছেন সিবিএস নিউজের একজন মুখপাত্র।
মামলায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১০ বিলিয়ন ডলার দাবি করেছেন ট্রাম্প।
কমলা হ্যারিসের ওই সাক্ষাৎকার নিয়ে নিয়মিতভাবে সিবিএস চ্যানেলের সমালোচনা করে যাচ্ছেন ট্রাম্প। নির্বাচিত হলে সিবিএস এর লাইসেন্স বাতিল করারও হুমকি দিয়েছেন তিনি।
সিবিএস বলছে, '৬০ মিনিট' অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎকার দিতে ট্রাম্প রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু পরে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে যান তিনি।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগ মুহূর্তের জনমত জরিপে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে আছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিস।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৪ মি.

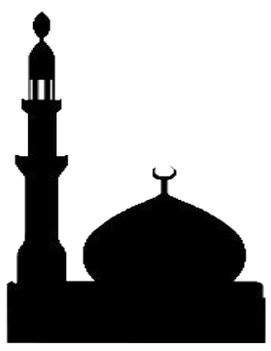

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১৯	৫.৪২
যোহর	১১.২৫	
আসর	৩.২৩	
মাগরিব	৫.০৪	
এশা	৬.১৫	
তাহাজ্জুদ	১০.৪২	

ইংলিশ চ্যানেলে ৪ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটেনে যাওয়ার উদ্দেশে একটি ডিঙ্গিতে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার সময় একজন মারা গেছেন। এছাড়া একই দিনে আরো তিন অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃতদেহ একটি সৈকতে পাওয়া গেছে। এ তথ্য জানিয়েছে ফরাসি উপকূলরক্ষী বাহিনী।
বুধবার সকালে ফ্রান্সের আঞ্চলিক অপারেশনাল সেন্টার ফর সার্ভিলেন্স অ্যান্ড রেসকিউ (ক্রস) হার্দেলো ও একুইহে-প্লাজের মধ্যবর্তী এলাকায় অভিবাসীদের একটি নৌকা দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার খবর পেয়ে তাদের উদ্ধারে একটি উদ্ধারকারী জাহাজ ও একটি ফরাসি নৌবাহিনীর হেলিকপ্টার পাঠানো হয়।

রাশিয়ায় গুগলের বিরুদ্ধে 'অবিশ্বাস্য' জরিমানা

আপনজন ডেস্ক: ক্রেমলিন বৃহস্পতিবার বলেছে, গুগলের ওপর রাশিয়ার আরোপিত বিশাল জরিমানা মূলত প্রতীকী। ইন্টারনেট জায়ান্টকে রুশ ইউটিউব চ্যানেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞাগুলো প্রত্যাহার করতে উৎসাহিত করতে এ জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।
আরবিকের খবর অনুযায়ী, রাশিয়ায় গুগলের বিরুদ্ধে আরোপ করা মোট জরিমানা দুই আনডেসিলিয়ন রুবলে পৌঁছেছে, যা বিশ্বের সব অর্থকে একত্র করলে যে পরিমাণ দাঁড়াবে তার তুলনায়ও অনেক বেশি। দুই (২) অঙ্কের পর ৩৬টি শূন্য বসালে দুই ডেসিলিয়ন সংখ্যাটি দাঁড়ায়।
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ রুশ সংবাদ সংস্থাগুলোকে বলেন, 'আমি এই সংখ্যা উচ্চারণ করতে পারি না, কিন্তু এটি সম্ভবত প্রতীকী অর্থে আরোপ করা হয়েছে।'
তিনি আরো বলেন, 'আমাদের সম্প্রচারকদের কার্যকলাপ গুগলের সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়, কিন্তু তারা তা করে। এটি (জরিমানা) গুগলের ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সতর্কতা হওয়া উচিত, তারা এই পরিস্থিতির প্রতি মনোযোগ দিক ও সংশোধন করুক।' ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে মস্কোর হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে রাশিয়া সামাজিক মিডিয়া কম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে বিশাল জরিমানা আরোপ করেছে, যাদের বিরুদ্ধে ক্রেমলিনবিরোধী বা ইউক্রেনপন্থী বিষয়বস্তু প্রচার করার অভিযোগ রয়েছে।

দুই শিশুসহ নায়াগ্রা জলপ্রপাতে মায়ের 'ঝাঁপ', মৃত ঘোষণা করল পুলিশ

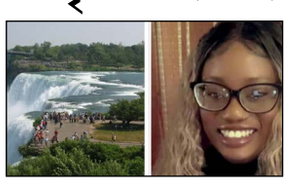

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নায়াগ্রা জলপ্রপাতে নিরাপত্তা রেলিং পেরিয়ে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন একজন মা ও তার দুই সন্তান। পুলিশের বরাত দিয়ে নিউ ইয়র্ক পোস্ট জানিয়েছে, ওই তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে। দুই সন্তানের মধ্যে একজন মাত্র পাঁচ মাস বয়সি শিশু। তবে নিউ ইয়র্ক পুলিশ বলছে, এটি কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরং 'ইচ্ছাকৃত'।
নিউ ইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিউ ইয়র্ক স্টেট পুলিশ জানিয়েছে, নিহত নারীর নাম চিয়ান্তি মিন্স (৩৩)। ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে গত সোমবার (২৮ অক্টোবর) রাতে তিনি নিরাপত্তা রেলিং অতিক্রম করে আইল্যান্ডের কাছে জলপ্রপাতের দিকে এগিয়ে যান। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে লুনা দ্বীপের গার্ডেলের ওপর থেকে জলপ্রপাতটির ২০০ ফুট উচ্চতা থেকে ঝাঁপ দিয়েছেন চিয়ান্তি মিন্স। লুনা দ্বীপে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সৌন্দর্য উপভোগ করেন পর্যটকরা।
এটি নিউ ইয়র্কের নায়াগ্রা জলপ্রপাতের ওপর অবস্থিত জনপ্রিয় স্থান। পুলিশ ঘটনার দিন রাত ৯টার দিকে জানায়, 'তদন্তকারীরা ধারণা করছেন, ওই মা তার দুই সন্তানসহ ইচ্ছাকৃতভাবে জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।'
নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্রুপার জেমস ও'ক্যালাগানের মতে, তদন্তকারীরা ঘটনার পেছনের কারণ বোঝার জন্য বেশ কিছুদিন সময় নিয়েছেন।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
দানবীর অ্যাকাডেমি
DANBIR ACADEMY
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
ভর্তি চলছে
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
9143076708 8513027401

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৯৪ সংখ্যা, ১৭ কার্তিক ১৪৩১, ২৯ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

জাতীয় ঐক্য

আমেরিকান রেভিলিউশনারি যুদ্ধে জন ডিকিন্সনের একটি বিখ্যাত গান সেই দেশের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। সেই গানের গুরুত্বপূর্ণ লাইনটা হইল: 'Then join hand in hand, brave Americans all, By uniting we stand, by dividing we fall.'– (The Liberty Song, 1768)। জাতীয় ঐক্যই হইল যে কোনো দেশের উন্নয়নের মূল ভিত্তি; কিন্তু বর্তমানে অনৈক্যই দেশের বড় সমস্যা। বিভেদ, বৈষম্য ও সংকীর্ণ স্বার্থের কারণে আমরা বারংবার জাতি হিসাবে নানানভাবে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতেছি। বিশেষত দেশ কীভাবে চলিবে বা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে জাতীয় ঐক্য, সেই বিষয়টি আমরা উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছি। বরং একে অপরকে উৎখাত বা মূলোৎপাটনের রাজনীতিই বারবার বড় হইয়া দেখা দেয়। যদিও নির্মূল বা মূলোৎপাটনের কথা বলিয়া থাকেন বামপন্থি বা উগ্রপন্থিরা। লিবারেল ডেমোক্রেসি বা উদার গণতন্ত্রের অভিধানে তাহার কোনো স্থান নাই।

দেশে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে জাতিকে প্রস্তুত করিতে হইবে। এই জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় ও দূরদর্শিতাপূর্ণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ইহার বিকাশ সাধন। উন্নত, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য আমাদের মৌলিক বিষয় ও অগ্রাধিকারগুলি পূর্বে ঠিক করা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক নিয়মে আমাদের দেশে সাধারণত পাঁচ বৎসর পরপর সরকার গঠন করা হয়; কিন্তু আমরা যদি কাহাকেও উৎখাত করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কি কখনো শুভ হইবে? আজ হউক বা কাল হউক তাহারা কখনো ক্ষমতারোহণ করিলে কি জিঘাংসা, প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার রাজনীতি বজায় রাখিবেন না? তখন আমাদের দেশ ও সমাজটা কি আবার উত্তপ্ত কড়াইয়ে পরিণত হইবে না? আমরা এই কথা বলি না যে, অতীতে এমন ক্ষতিকর রাজনীতির কোনো অস্তিত্ব ছিল না; কিন্তু কাউকে না কাউকে এবং কোনো না কোনো এক সময়ে আসিয়া জাতির বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে আমাদের এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ফুলস্টপ দিতে হইবে। গড়িয়া তুলিতে হইবে পরমতসহিষ্ণুতা ও সহনশীলতা। নতুবা আমরা সম্মুখের দিকে তথা উন্নতি ও অগ্রগতির পথে যে অগ্রসর হইতে পারিব না তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রকৃতপক্ষে যে কোনো দেশে উন্নয়ন, শান্তি ও স্থিতিশীলতা নির্ভর করে জাতীয় ঐক্যের উপর। এমনকি আজ যাহারা প্রতিপক্ষকে মূলোৎপাটনের কথা বলিতেছেন, দেখা যাইতেছে সেই ব্যাপারেও তাহাদের মধ্যে ঐকমত্য নাই। অথচ ইহা কোনো চাপাইয়া দেওয়ার বিষয় নহে। ইহা ছাড়া যাহারা মূলোৎপাটন করিবেন, তাহাদের এই কাজে দরকার পুলিশ, র‍্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সেনাবাহিনীর সহযোগিতা। রাজনীতিবিদদের মনে রাখিতে হইবে, তাহাদের শক্তির দৌড় কোন পর্যন্ত, সেই সম্পর্কে জনগণ বেওয়াকিফহাল, এমনটি মনে করিবার কোনো অবকাশ নাই।

ক্ষমতায় থাকিবার সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের সহায়তা ছাড়া তাহারা মাঠে নামিয়া কতটা কী করিতে পারেন সেই সম্পর্কে তাহারা কি কখনো আত্মসমালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন? তাহা ছাড়া অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলায় দেশে অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে তাহাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ ব্যাহত হয়। ইহাতে অর্থনীতির গতি শ্লোথ হইয়া পড়ে। এই পরিস্থিতিতে বিদেশিরা বিনিয়োগ করিতে আসিলেও তাহারা আসলে আসিবেন টাকা পাচার করিতে। দীর্ঘকালের জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার জন্য নহে।

অতএব, জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে দেশের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাগুলির আমরা সমাধান করিতে পারি, যেমন- দুর্নীতি ও বৈষম্য দূরীকরণ, রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান, গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালীকরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন, বৈদেশিক সম্পর্কের উন্নয়ন ইত্যাদি। এই জন্য আমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা, রেষারেষি, সন্দেহ-অবিশ্বাস ইত্যাদি দূর করিতে হইবে। রাজনৈতিক সহিংসতাসহ জাতি বিভক্ত হয়-এমন কাজ হইতে সরিয়া আসা এখন খুবই প্রয়োজন।

পেন পিন্টার পুরস্কার ২০২৪ অরুন্ধতী রায়ের বক্তৃতা

ফিলিস্তিন নামের ক্ষতকে পৃথিবী আর আড়াল করতে পারবে না

আমাকে পেন পিন্টার পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই ইংলিশ পেনের সদস্য এবং জুরিদের। আমি এই বছরের সাহসী লেখকের নাম ঘোষণা করে আমার কথা শুরু করতে চাই। তার সঙ্গে এই পুরস্কার ভাগ করে নিতে চাই। তোমাকে শুভেচ্ছা, সাহসী লেখক আলা আবদ আল-ফাত্তাহ। আমরা আশা করেছিলাম, প্রার্থনা করেছিলাম, যেন তুমি এই সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাও; কিন্তু তুমি এত সুন্দর একজন লেখক আর এত বিপজ্জনক একজন চিন্তাবিদ যে মিসর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তোমাকে এখনই মুক্তি দেওয়া যাবে না। কিন্তু তুমি এখানে আমাদের সঙ্গে এই ঘরেই আছ। তুমিই এখানে উপস্থিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কারাগার থেকে তুমি লিখেছ, 'আমার শব্দগুলো শক্তি হারিয়েছে। তবু আমি কথা বলে যাই। আমার এখনো একটি কণ্ঠস্বর আছে, না হয় কয়েকজন মাত্রই শুনল।' আমরা শুনছি, আলা। আমরা তোমার কথা নিবিড়ভাবে শুনছি।

আমি ভারতের কারাগারে বন্দী আমার বন্ধু ও কমরেডদের কথা বলছি। তাঁদের কেউ আইনজীবী, কেউ শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী বা সাংবাদিক। উমর খালিদ, গুলফিশা ফাতিমা, খালিদ সাইফি, শারজিল ইমাম, রোনা উইলসন, সুরেন্দ্র গ্যাডলিং, মহেশ রাউত। আমি তোমাকে বলছি, বন্ধু খুররম পারভেজ। আমার চেনা অসাধারণতম মানুষ। তিন বছর ধরে জেলে আছ তুমি। হ্যাঁ, তোমাকেও বলছি ইরফান মেহরাজ। বলছি, কাশ্মীর আর সারা দেশে বন্দী হাজার হাজার মানুষকে, যাঁদের জীবন এলোমেলো হয়ে গেছে।

আর আজ, আরও এক গণহত্যার মধ্যে এক বছরের বেশি সময় পার হয়ে যাচ্ছে আমদের। ঔপনিবেশিক দখলদারি আর বর্ণবিদ্বেষী রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য গাজা আর এখন লেবাননে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের নিরন্তর এক গণহত্যা চলছে। সেই গণহত্যা এখন টেলিভিশনে দেখানোর অনুষ্ঠান হয়ে গেছে।

ইসরায়েল যা করছে কেউ কীভাবে তাকে ন্যায্য বলতে পারে?

ইসরায়েল ও তার মিত্রদের পাশাপাশি পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমের কাছে এর একটি উত্তর আছে। আর তা হলো—গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলা। ইসরায়েলি নাগরিকদের হত্যা এবং কিছু ইসরায়েলিকে জিম্মি করা। তাদের মতে, এই ইতিহাস মাত্র এক বছর আগে শুরু হয়েছে।

বক্তৃতার এই অংশে নিশ্চয়ই সবাই আশা করছেন যে আমি নিজেকে, আমার 'নিরপেক্ষতা'কে আর বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানকে রক্ষা করার জন্য বাকচাতুরি শুরু করব। ঠিক এখানেই আমার নৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে হামাস আর তাদের মিত্র হিজবুল্লাহর নিন্দা করার কথা। কারণ, তারা বেসামরিক লোক হত্যা করেছে। জিম্মি করেছে মানুষকে। আমার তো গাজার জনগণেরও নিন্দা করার কথা। তারা হামাসের হামলা উদ্‌যাপন করেছে। এসব ছক বাঁধা কাজ করলেই তো সবকিছু সহজ হয়ে যায়, তাই না? যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তা হবে ভয়াবহ। তবে তা শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলি বর্ণবাদকে চূর্ণ করে ফেলবে। তখন এই পৃথিবী হবে সবার জন্য অনেক বেশি নিরাপদ। ...ইহুদি জনগণও সেই ন্যায্যতায় নিশ্বাস নেবেন।

আমি দোষারোপের খেলা খেলতে রাজি নই। আমার কথাটা পরিষ্কার করি। কীভাবে নিপীড়নকে প্রতিহত করতে হবে বা কে তাদের সহযোগী হওয়া উচিত—এ বিষয়ে নির্যাতিত মানুষকে আমি পরামর্শ দেওয়ার স্পর্ধা করি না।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিজেকে অ-ইহুদি ইহুদিবাদী বলে ঘোষণা দিয়ে ইসরায়েলকে যুদ্ধাপরাধে নিরঙ্কুশভাবে সহায়তা করেন। অস্ত্র জোগান দেন। তবে আমার লেখাই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। অন্য কোনোভাবে আমি নিজের পরিচয় দিতে রাজি নই। আমি যা লিখি, আমি তা-ই।

> আমি ভারতের কারাগারে বন্দী আমার বন্ধু ও কমরেডদের কথা বলছি। তাঁদের কেউ আইনজীবী, কেউ শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী বা সাংবাদিক। উমর খালিদ, গুলফিশা ফাতিমা, খালিদ সাইফি, শারজিল ইমাম, রোনা উইলসন, সুরেন্দ্র গ্যাডলিং, মহেশ রাউত। আমি তোমাকে বলছি, বন্ধু খুররম পারভেজ। আমার চেনা অসাধারণতম মানুষ। তিন বছর ধরে জেলে আছ তুমি। হ্যাঁ, তোমাকেও বলছি ইরফান মেহরাজ। বলছি, কাশ্মীর আর সারা দেশে বন্দী হাজার হাজার মানুষকে, যাঁদের জীবন এলোমেলো হয়ে গেছে।
>
> আর আজ, আরও এক গণহত্যার মধ্যে এক বছরের বেশি সময় পার হয়ে যাচ্ছে আমদের। ঔপনিবেশিক দখলদারি আর বর্ণবিদ্বেষী রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য গাজা আর এখন লেবাননে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের নিরন্তর এক গণহত্যা চলছে। সেই গণহত্যা এখন টেলিভিশনে দেখানোর অনুষ্ঠান হয়ে গেছে।

বলা ভালো, অসম্ভবই হবে। তবে এখানে কথা এটা নয়। মূল বিষয় হলো ইতিহাস আর যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তারা জন্মলাভ করেছে, সে সম্পর্কে জানা। এই মুহূর্তে তারা চলমান এক গণহত্যার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত—পৃথিবীর সব শক্তি যখন তাদের বিরুদ্ধে, তখন আল্লাহ ছাড়া আর কার দিকে মুখ ফেরাবে তারা?

আমি জানি যে তাদের নিজ দেশে হিজবুল্লাহ এবং ইরানের শাসকদের সোচ্চার বিরোধিতা রয়েছে। এই বিরোধীদের অনেকে কারাগারে বন্দী। কেউবা এর চেয়েও খারাপ পরিণতি ভোগ করছেন। আমি জানি যে বেসামরিক মানুষকে হত্যা এবং নাগরিকদের জিম্মি করা যুদ্ধাপরাধের মধ্যে পড়ে। তবে গাজা, পশ্চিম তীর এবং এখন লেবাননে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র যা করছে, তার সঙ্গে এর তুলনা চলে না। ৭ অক্টোবরের সহিংসতাসহ সব সহিংসতার মূলে রয়েছে ইসরায়েলের ফিলিস্তিনি ভূমি দখল এবং ফিলিস্তিনি জনগণকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা। এই ইতিহাস ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর শুরু হয়নি। গাজা এবং পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিরা দশকের পর দশক ধরে অপমানের শিকার হচ্ছেন। আমি আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই হলঘরে আপনারা যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের মধ্যে কে স্বেচ্ছায় এমন অপমান মুখ বুজে সহ্য করবেন? এমন কোন শান্তিপূর্ণ উপায় আছে, ফিলিস্তিনি জনগণ যা চেষ্টা করেনি? আর কোন আপস গ্রহণ করেনি তাঁরা?

ইসরায়েল আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করছে না। তাদের যুদ্ধ আগ্রাসনের। এই যুদ্ধ আরও বেশি অঞ্চল দখল করে বর্ণবাদকে শক্তিশালী করার যুদ্ধ। এর লক্ষ্য ফিলিস্তিনি জনগণ আর সেই অঞ্চলের ওপর ইসরায়েলিদের নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত করা।

সব শক্তি, সব অর্থ, পৃথিবীর সব অস্ত্র আর প্রচারণা ফিলিস্তিন নামের ক্ষতকে আর আড়াল করতে পারবে না। এই ক্ষত দিয়ে ইসরাইলসহ সারা বিশ্বের রক্ত ঝরছে।

যখন নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনকে মুছে ফেলে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র তুলে ধরেন, তখন তিনি স্বপ্নদর্শী। সবাই তার খুব প্রশংসা করেন। তিনি ইহুদিদের স্বদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করছেন।

কিন্তু যখন ফিলিস্তিনিরা 'নদী থেকে সমুদ্র, ফিলিস্তিন হবে মুক্ত' বলে স্লোগান দেয়, তখন তাদের ধিক্কার দেওয়া হয়। তারা নাকি খোলাখুলি ইহুদি গণহত্যার আহ্বান জানাচ্ছেন!

যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তা হবে ভয়াবহ। তবে তা শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলি বর্ণবাদকে চূর্ণ করে ফেলবে। তখন এই পৃথিবী হবে সবার জন্য অনেক বেশি নিরাপদ। অনেক বেশি ন্যায্য। ইহুদি জনগণও সেই ন্যায্যতায় নিশ্বাস নেবেন। আর তা হবে আমাদের আহত হৃদয় থেকে বিদ্ধ তির টেনে বের করে নেওয়ার মতো।

মার্কিন সরকার ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করলে যুদ্ধ আজই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই মুহূর্তে সব শত্রুতাও শেষ হতে পারে। ... গাজা এবং এখন লেবাননের যে ভয়াবহতা দ্রুত এক আঞ্চলিক যুদ্ধে পরিণত হচ্ছে। এই যুদ্ধের আসল নায়কেরা ছবির বাইরেই থেকে যাচ্ছেন; কিন্তু তাঁরা লড়াই করে যাবেন। কারণ, তাঁরা জানেন যে একদিন-

নদী থেকে সমুদ্র

ফিলিস্তিন হবে মুক্ত

আর তা হবেই।

আপনার ঘড়ি থেকে চোখ সরিয়ে নিন। ক্যালেন্ডারে চোখ রাখুন। জেনারেলদের কথা আলাদা। যে জনগণ মুক্তির জন্য লড়াই করে, তারা ক্যালেন্ডার দিয়েই সময় মাপে।

অরুন্ধতী রায় বুকার পুরস্কার পাওয়া ভারতীয় লেখক ও অধিকারকর্মী

দ্য ওয়্যার থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে নির্বাচিত অংশের অনুবাদ

তন্ময় সিংহ

বিপদের নাম অনলাইনে প্রতারণা

বিপদ আমাদের মধ্যে ছিলই, আমরা প্রতারিত হচ্ছিলাম আমরা আইনের কড়া নাড়ছিলাম। কিন্তু কখনোই সেই জায়গাটা তৈরি হচ্ছিল না যাতে সারা ভারতব্যাপী এই বিপদ সম্পর্কে একটা সচেতনতা তৈরি করা যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করে অন্তত সারা ভারতবাসীকে সচেতন করে দিলেন যে মোবাইলের নতুন মোবাইলে ডিজিটাল অ্যারেস্ট হওয়ার ভয় পাইয়ে যে অ্যারেস্ট না করার জন্য টাকা দাবি করা হচ্ছে তা আসলে ভুয়ো। কতগুলো উদাহরণ দিলেই আমরা বুঝতে পারব কিভাবে আমরা এই স্ক্যামের মাধ্যমে নিজেরা প্রতারিত হচ্ছি।

অনলাইনে সব জিনিস কিনে অস্মিত, মোবাইলে ট্র্যাক করা কুরিয়ার সার্ভিসকে তার বহুদিনকার অভ্যাস। হঠাৎ করে তার মোবাইলে মেসেজ আছে যে আপনার ঠিকানা আপডেট না করার জন্য আমরা ডেলিভারি করতে পারছি না। চিন্তিত হলেও অস্মিত ফোন করে কাস্টমার কেয়ারে, ফোন করার পর কাস্টমার কেয়ারে অ্যাড্রেস আপডেট করতে গিয়ে হয় বিপদ, প্রথমে অ্যাড্রেস আপডেট করার পর ও টিপি আছে ওটিপি দিয়ে দেয়ার পর হয় বিপদ। অস্মিত দেখে সামরিক পোশাকে সজ্জিত একদল লোক যাদের মাথার উপর সরকারি প্রতীক তারা ভিডিও কলে তাকে জানাচ্ছে যে আপনি ড্রাগস এর অর্ডার দেন, অনলাইন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। আমরা বহুদিন ধরে আপনার সন্ধানে আছি আমরা আপনার বাড়ি আমরা ট্র্যাক করে ফেলেছি কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পেশাল ফোর্স আপনার বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। মাথায় হাত অস্মিতের। ফোনের কল কাটার মতন ক্ষমতা তার নেই ফোন পুরোপুরি হ্যাক করে নিয়েছে ওই সংস্থা। অস্মিত বুঝতে পারে তার মান সম্মান ইজ্জত সব এবার বরবাদ হয়ে যাবে। করুন স্বরে প্রার্থনা করে যে আমি দোষী না হলেও বলুন আমাকে কি করতে হবে। শেষ পর্যন্ত এক লক্ষ টাকা অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করতে বাধ্য হয় অস্মিত।

পরের ঘটনাটাও একই রকম। অনলাইনে মাল কেনার পর, কুরিয়ারের ডিটেলস পাই প্রিয়াংকা। তারপরে একদিন হঠাৎ তার ফোনে আসে ফোন, জানানো হয় ওই কুরিয়ার কোম্পানি থেকে পার্সেল ডেলিভারি না হওয়ার জন্য ফোন করা হয়েছে । আপনার বাড়ি আমাদের ডেলিভারি ম্যান খুঁজে পাইনি তাই আপনি যদি পুনরায় ডেলিভারি চান তাহলে "এক" টিপুন। নিঃসন্দেহে এক টেপার পরে ফোনে আসে ওটিপি, পরিষ্কার ওই কুরিয়ার কোম্পানি থেকে আসা ওটিপি নিশংসয়ে শেয়ার করার পর প্রিয়াঙ্কাকে জানানো হয় বোম্বে ডক ইয়ার্ডে একটি সরকারি সংস্থা তার কুরিয়ার আটক করেছে কুরিয়ারের মধ্যে ড্রাগস ছিল। মানসিক ভাবে চাপ দেয়া শুরু হয় শেষ পর্যন্ত প্রিয়াঙ্কা চাপের কাছে নতিস্বীকার করে সমঝোতা করে ২৫ হাজারে নিজের সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য।

পরের ঘটনাটিও একই রকম ফেসবুকে হঠাৎ করে ভিডিও কল আসে রাকেশের। এক মহিলা ভিডিও কল করে কথা বলতে শুরু করার সাথে সাথে উলঙ্গ হয়ে যায় এবং বলে তার সাথে এই ভিডিও কলের ছবি ভাইরাল করে দেবে তার পরিচিত মহলে এবং স্ক্রিনশট পাঠাতে শুরু করে তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে। ভিডিও তে চলে আসে সরকারি আধিকারিকদের ছবি রাকেশ কে জানানো হয় যে সে সেক্স রাকেট এর সাথে যুক্ত অবিলম্বে যদি না সে জরিমানা দেয় তাহলে তাকে অ্যারেস্ট করা হবে এবং বোম্বের কোর্টে প্রডিউস করা হবে। শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার দিয়ে সে যাত্রায় রক্ষা পায় রাকেশ।

কোভিড পরবর্তী পৃথিবীতে মানুষ দাস হয়ে গেছে মোবাইলের। সারাদিন প্রত্যেকে মোবাইলে বন্দী। কারো সময় কেটে যাচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা রিল দেখে, কারো অনলাইনে বিভিন্ন শপিং সাইট সার্ফ করে আবার কারো বিভিন্ন অনলাইন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজ দেখে। শৈশব ও কৈশোর ও বন্দী হয়ে গেছে মোবাইলে বিভিন্ন গেম এর চক্করে অথবা পর্নের বিভিন্ন সাইটে। এরই সাথে সাথে সক্রিয় হয়েছে জামতাড়া গ্যাং মতো দেশি বিদেশি স্ক্যামার রা। টেলিগ্রামে পয়সার হাতছানি, কখনো ক্রিপ্টো কারেন্সি কখনো বিভিন্ন বেটিং সাইট থেকে পয়সা রোজগারের হাতছানি, সহজেই সফট টার্গেট পেয়ে যাই এই ধরণের স্ক্যামাররা।

কিন্তু এই "ডিজিটাল অ্যারেস্ট" মোবাইলের দুনিয়ার নতুন বিপদ। এখানে আপনার ফোনে ভিডিও কলে আপনাকে আটকে রেখে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করবে স্ক্যামাররা যেখানে আপনি দেখতে পাবেন সরকারি আধিকারিকদের অফিস, সরকারি বিভিন্ন প্রতীক এবং সকলেই নির্দিষ্ট পোশাকে সুসজ্জিত। আপনি বুঝতেই পারবেন না যে এরা আসলে স্ক্যামার। আমাদের প্রাচীন প্রবাদ "বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা"। আমরা খুব সহজেই তাই এই আইনি ঝামেলার থেকে বাঁচতে যেকোনো সহজ পথ এবং অনেক সময় ঘুর পথে সমঝোতাতেও রাজি হয়ে যায়। স্ক্যামাররা আমাদের এই স্বভাবত প্রবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে "ডিজিটাল অ্যারেস্ট" কে এই ২০২৪ ও ২৫ সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে সারা পৃথিবীর সর্বোচ্চ জনসংখ্যার দেশের কাছে পরিণত করেছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে পূজার দিনগুলিতে মানুষকে সাবধান করতে হয়েছে এবং সচেতন করতে হয়েছে এই "ডিজিটাল অ্যারেস্ট" সম্পর্কে এবং আবেদন করতে হয়েছে এতে পা না দেওয়ার। প্রধানমন্ত্রী বার্তা দেওয়ার পর তার "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে, দেশজুড়ে এই স্ক্যামারদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। লাওস, কম্বোডিয়া, মায়ানমার প্রভৃতি দেশ থেকে এই স্ক্যাম চালাচ্ছে বলে জানাচ্ছে সাইবার পুলিশ। তাদের বিভিন্ন ডকুমেন্ট জাল করে ডিজিটাল অ্যারেস্ট মেমো জারি করছে স্ক্যামাররা। এখন পর্যন্ত ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রেকর্ড থেকে পাওয়া গেছে ২০২৪ এ শুধুমাত্র প্রায় একশ কুড়ি কোটি টাকা ফ্রড হওয়ার খবর আনুষ্ঠানিকভাবে জমা পড়েছে এই "ডিজিটাল অ্যারেস্ট" এর মাধ্যমে। একটি সারা দেশের সাইবার সেল ও ১৯৩০ নির্দিষ্ট নাম্বার এই প্রতারণা রোধের জন্য গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেও বেড়ে চলেছে এই ঘটনা।

তাহলে উপায়। আমাদের ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী "ডিজিটাল অ্যারেস্ট" বলে কোন শব্দবন্ধ আমাদের ভারতীয় আইনে নেই। তাই আপনার কাছে ফোন এলে আপনি নিশ্চিত থাকুন এটা সম্ভব নয়। এরপরেও আপনার ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে আপনাকে ওরা ভীত করলেও, আপনাকে চিন্তা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনভাবেই ওই চাপের কাছে এবং উনাদের লোক দেখানো সেটআপের সামনে মাথা না নোওয়ানোর। শুধুমাত্র ব্যাপক সচেতনতা সমস্ত মোবাইল গ্রাহকদের মধ্যে গড়ে তুলতে পারলেই আমরা এই "ডিজিটাল অ্যারেস্ট" নামক স্ক্যামারদের কে বেকার করে দিতে পারব। দিনের শেষে আমাদের মনে রাখতে হবে সবচেয়ে বড় সত্যটা: ফোনে বা ভিডিও কলে আমাকে কেউ অ্যারেস্ট করতে পারবে না ভারতের সংবিধান কাউকে সেই অধিকার দেয়নি।

প্রথম নজর

ভরতপুরের খানকাহ কাদেরিয়া শরীফে মুরিদানদের ভিড়

সাবের আলি ● ভরতপুর

আপনজন: ভোর নামতেই নারী ও পুরুষের দল গ্রাম জুড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় নামে। সকালে গোটা গ্রাম ঝাঁ চকচকে। কেননা বৃহস্পতিবার 'সিলসিলা এ কাদেরিয়া'র সাজ্জাদানশীন সাইয়েদেনা হজরত সৈয়দ শাহ্ ইয়াসুব আলী আল্ কাদেরী আল্ বাগদাদী গ্রামে দ্বিতীয়বারের জন্য পা রেখেছিলেন।

এদিন তিনি গ্রামের মোল্লাপাড়ায় উদ্বোধন করেন খানকাহ কাদেরিয়া শরীফের। তাই দিনভর কাতারে কাতারে মুরিদান বা অনুগামীরা ভিড় জমিয়েছেন। তিনদিন এখানে থাকার পর শনিবার তিনি প্রস্থান করবেন। স্থানীয় বাসিন্দা সৈয়দ আব্দুল আজিম ওরফে ইমরান বলেন, এর আগেও বাগদাদী একবার গ্রামে পা রেখেছিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি গ্রামে এসে খানকাহ্ কাদেরিয়া শরীফের উদ্বোধন করলেন। এই এলাকায় উনার প্রচুর মুরিদান রয়েছেন। তাই তিনদিন ধরে এখানে উৎসবের মেজাজে দেখা যাবে সকলকে। গ্রামের মুখ থেকে খানকাহ কাদেরিয়া শরীফ পর্যন্ত গোটা রাস্তার দুইধারে কাতারে কাতারে মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বেলা বাড়তে সেই কাতার আরও বড় হয়ে যায়। স্থানীয় সিজগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাসমিনা বেগমের স্বামী আমির হামজা ওরফে থাম বলেন, হুজুর পাক গ্রামে তিনদিন থাকবেন। এই তিনদিন গ্রামে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হবে এটা আশা করা হচ্ছে। সেই কারণে গ্রামবাসীরাও সর্বদা প্রস্তুত রয়েছেন। মুসাফির থেকে সাধারণ মানুষ যাঁরা হুজুর পাকের দর্শন পেতে আসবেন। তাঁদের জন্য খোলা হয়েছে লঙ্গরখানা। বহুদূর থেকে বহু অনুগামি বাস ভাড়া করে এসেছেন।

ইমাম-মুয়াজ্জিনদের নিয়ে নানা আলোচনা

মাফরুজা মোল্লা ● কুলতলি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী থানার অন্তর্গত কেল্লা তে অনুষ্ঠিত হল অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন এ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট তরফে ব্লক কমিটি গঠন ও ভারতে সংখ্যালঘু বিষয়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কিত আলোচনা। তারা বলেন, বর্তমানে ক্ষয়ীষ্ণুকালীন সমাজে নাগরিক অধিকার,সামাজিক ন্যায়, সাম্য, সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা বিশেষ ভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখে। প্রান্তিক ও সংখ্যালঘুরা ক্রমশ কোণঠাসা, বঞ্চিত এবং অত্যাচারে জর্জরিত। পারসোনাল ল, মব-লিনচিং, ওয়াকফ, ওবিসি সংরক্ষণ, এনআরসি,এক জাতি এক রাষ্ট্র,সংখ্যা গরিষ্ঠের সন্ত্রাস, ইতিহাসের বিকৃতি,সংবিধান পরিবর্তনের অপচেষ্টা সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয় এদিনের ইমা মুয়াজ্জিনদের সভায়। এছাড়াও বর্তমান পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের কি কি করণীয় সেবিষয়ে বিশিষ্টজনেরা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন এবং পরামর্শ দান করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি তথা মাওলানা আবু সুফিয়ান, জেলা সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাকিম মোল্লা ,মাওলানা রুহুল আমিন, মাওলানা ইমাম উদ্দিন,মাওলানা ইলিয়াস সহ শতাধিক ওলামা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এমএসকে কর্মী কল্যাণ সমিতির জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরাহাট

আপনজন: শুক্রবার নদিয়া জেলার নজরুল স্মৃতি জুনিয়ার হাই মাদ্রাসায় পশ্চিমবঙ্গ এমএসকে স্টাফ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নদীয়া জেলা শাখার পক্ষ হতে দ্বিতীয় জেলা সম্মেলনের আয়োজন করা হয় । সম্পাদকের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এই জেলা সম্মেলনের আহ্বায়ক মোঃ জাকির হোসেন। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সম্পাদক রুহুল আমিন সহ-সভাপতি নবাব আলী রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য আব্দুল আলিম জেলা সম্পাদক মোঃ ফারহাদ মন্ডল সহ আরো অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত হতে প্রায় ২০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। আজকের এই জেলা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নতুন জেলা কমিটি গঠন ও সরকারের কিছু দাবি দাওয়া পেশ করা হয়। বিশেষ বিশেষ দাবি গুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি দাবি হল এম এস কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, মাদ্রাসা বোর্ডের রিকগনিশন দিয়ে পূর্ণ মাদ্রাসার মর্যাদা দিতে হবে, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে হাই মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করতে হবে, অবিলম্বে শূন্যপদ পূরণ করতে হবে, শিক্ষকদের সম্মানজনক বেতন কাঠামো প্রদান করতে হবে, কর্মরত স্টাফদের ইপিএফ ও ইএসআই চালু করতে হবে, অবসরকালীন ৫ লক্ষ ভাতা প্রদানের সরকারের নির্দেশ দ্রুত চালু করতে হবে , কর্মরত অবস্থায় কোন স্টাফের মৃত্যু হলে তার পরিবারকে এককালীন অর্থ এবং একজন সদস্যকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে প্রভৃতি।

ওবিসি সংরক্ষণ পুনর্বহাল ও ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করে আলোচনা সভা বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: বাঙালি অনগ্রসর শ্রেণী ন্যায় মঞ্চের পক্ষ থেকে মেমারি মহারাজ অনুষ্ঠান ভবনে ওবিসি সংরক্ষণ পুনর্বহাল ও ওয়াকফ বিলের বিরোধীতা করে একটি সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান জেলার নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষক, ছাত্র, চাকুরী প্রার্থী বেকার যুবক ও নানান পেশায় সংযুক্ত একশ জন মানুষ এই আলোচনা সভায় যোগদান করেন। কুসুমগ্রাম এলাকার জমিয়তের শাখা সংগঠনের সদস্য সেখ আবদুল্লাহ-র সভাপতিত্বে বিকাল আড়াইটা নাগাদ অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসের এর সম্পাদক অধ্যাপক ড. আবু সালেহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইন শেখ, নগর কলেজের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, প্রাক্তন আইসিডিএস সুপার ভাইজার সেলিনা বেগম, মেমারি মাদ্রাসার শিক্ষিকা নাজিয়া ফিরোজ, শিক্ষক ওসমান গনি, শিক্ষক শাকিল আক্রম, শিক্ষক তারেক আসগর প্রমুখ বক্তারা সভায় তাদের মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতি আবদুল্লাহ ভারতবর্ষে বিভিন্ন মুসলিম সমস্যা নিয়ে তার বক্তব্যের সুর বেঁধে দেন। আনোয়ার হোসেন ওয়াকফ সম্পত্তির ইতিহাস এবং বর্তমান সরকার কিভাবে আমাদের ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করতে পারে তার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। অধ্যাপক সাইন সেখ পশ্চিমবঙ্গে ওবিসির ইতিহাস এবং পরবর্তী সঙ্কট নিয়ে উপস্থিত জনগণকে সচেতন করেন। সেলিনা বেগম আইসিডিএস-এর নিয়োগে সরকার কিভাবে দ্বিচারিতা করেছে কিছু জনকে নিয়োগ দিয়েও বর্ধমান জেলা সহ কিছু জেলা নিয়োগ না দিয়ে সমস্ত প্রক্রিয়া হওয়ার পরেও ত্বরান্বিত করছে তার ব্যাখ্যা করেন। তারেক আসগর তুলে ধরেন বিগত বাম সরকার দায়ে পরে ওবিসি সংরক্ষণ দেওয়ার কথা এবং বর্তমান সরকার ওবিসি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা। তবে প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যে উঠে আসে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিম জনমানস ভীষণভাবে সংকটের মধ্যে, বক্তব্যে উঠে আসে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত সমস্যা, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষায় গবেষণায় ভর্তির সমস্যা, চাকরিতে নিয়োগ সমস্যা। এই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমান মানুষদের আরও বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন ও একই সঙ্গে সরকারের পাশাপাশি আমাদেরও লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে শুধু সভাঘরে নয় এবার রাজপথেও নামার ব্যাপারে একমত হন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মহম্মদ হাফিজুর তার বক্তব্যের মাঝে বলেন ওবিসি সংরক্ষণ শুধু রক্ষা নয় ১৭ শতাংশ থেকে ২৭ শতাংশ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় হারে সংরক্ষণ দেওয়ার জন্য আন্দোলন জারি রাখতে হবে। পরিশেষে পরিশেষে অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক মেমারি এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী বসিরুজ্জামান কয়াল এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তার সঙ্গে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সফল করে তুলতে সেখ মহম্মদ হাফিজুর, হাসান মন্ডল, সালমান সরকার, আব্দুল হামিদ প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

চন্দনেশ্বরের আসিফের স্বর্ণপদক লাভ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

ফারুক আহমেদ ও হাসিবুর রহমান ● চন্দনেশ্বর

আপনজন: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করলেন ভাঙড়ের চন্দনেশ্বরের ভুমিপুত্র আসিফ ইকবাল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চাষযোগ্য উর্বর পরিবেশের জায়গা ভাঙ্গর এই ভাঙ্গন নিয়ে গোটা রাজ্যের মানুষ চিন্তিত যেখানে সর্বসময় লেগে আছে রাজনৈতিক হানাহানি। সেই হানাহানিকে পিছনে ফেলে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে ডিপার্টমেন্ট অফ জেনেটিক্সে ক্যান্সার নিয়ে গবেষণা করছেন আসিফ।

এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে আসি বলেন আমার দু দুটি মামা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত মৃত্যু হয় তাই এই দুরারোগ্য রোগ থেকে কিভাবে মানুষকে বাঁচানো যায় সেই স্বপ্নচখে আসিফ এখন ক্যান্সার নিয়ে গবেষণায় মত্ত।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চন্দনেশ্বর গ্রাম। কলকাতা শহর থেকে অনেকটাই দূরে প্রত্যন্ত একটি এলাকা।আহসানউল্লাহ মোল্যা ও ফতেমা বেগম এর তিন সন্তানের সবচেয়ে ছোট আসিফ ইকবাল। বাবা পেশায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।

চন্দনেশ্বর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন চন্দনেশ্বর হাইস্কুলে। এরপর শিশু বিকাশ একাডেমী থেকে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা সম্পূর্ণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ থেকে ফিজিওলজি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ডিপার্টমেন্ট অফ জেনেটিক্স থেকে জেনেটিক্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণিতে স্থান অধিকার করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে স্বর্ণ পদক লাভ করে সকলকে চমকে দেন। ছোট থেকে বিজ্ঞানের প্রতি অদম্য টান এবং শিক্ষকতার নেশা আসিফকে উচ্চশিক্ষার পথে ধাবিত করেছে। এই উচ্চশিক্ষার পথে যেমন বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের জীবনী ও আবিষ্কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন ঠিক তেমনি পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে আব্বা ও মায়ের শর্তহীন সমর্থন ছিলো এগিয়ে চলার চাবিকাঠি।

বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধায়ক ড. মৈনাক সেনগুপ্ত এবং যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক ড. মৌমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে কাজ করছেন। গবেষণার কাজে পাশে পেয়েছেন ড. কাজী মিরাজুল হক, প্রাক্তন ফ্যাকাল্টি জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন, আমেরিকা ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা এবং এন্ট্রিক ডিজিজ (NICED), কলকাতা ও গবেষক বন্ধু জয়ত্রী দত্ত কে। পড়াশোনার পাশাপাশি অবসর সময়ে, বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের জীবনী ও আবিষ্কারের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্র এবং কবিতা, উপন্যাস ও ধর্মীয় বিষয়ক বই নিয়ে অবসর সময় কাটান। পিএইচডি শেষ করার পর ভবিষ্যতে রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষকতা করার ইচ্ছা রয়েছে আসিফের।

কন্যাশ্রীর কাটমানি নিতে গিয়ে প্রহৃত দালাল

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শুক্রবার বিকেলে সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। কিছু নথিপত্র দিলেই যেকোনো বয়সের মহিলাদের কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দিচ্ছিল এক যুবক। সেই কথা জানতে পেরে রানিতলা থানার বাসিন্দা জোৎস্না বিবি নিজের নথিপত্র জমা করেছিল ওই যুবকের কাছে। কন্যাশ্রীর ২৫ হাজার টাকা একাউন্টে ঢুকতেই ২০ হাজার টাকা 'কাটমানি' চেয়েছিল অভিযুক্ত কন্যাশ্রী জালিয়াতির দালাল। কাটমানির সেই টাকা নিতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়লে তাকে গনধোলাই দেয় উত্তেজিত জনতা। (ভাইরাল ধভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি আপনজন পত্রিকা)

অভিযুক্তের নাম জামিরুদ্দিন শেখ, তার বাড়ি ভগবানগোলা থানার গোবরা এলাকায় বলে সূত্রের খবর। অভিযোগকারী জোৎস্না বিবির দাবি, কন্যাশ্রী প্রকল্পে টাকা পাইয়ে দেওয়ার কথা শুনে সমস্ত নথি ওই যুবকের হাতে দিয়েছিলেন তিনি। একাউন্টে ২৫ হাজার টাকা ঢুকতেই ২০ হাজার টাকা কাটমানি চেয়েছিল সে। কাটমানি না দিলে নথি ফেরত না দেওয়ার কথা বলে। শুক্রবার বিকেলে কথামতো ভগবানগোলা রামবাগ নেতাজি মোড় এলাকায় কাটমানির টাকা আনতে গিয়েছিল কন্যাশ্রী জালিয়াতির ওই দালাল। সে সময় ঘটনাস্থলে থাকা উত্তেজিত জনতা তাকে ঘেরাও করে গনধোলাই দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ভগবানগোলা থানার পুলিশ পৌঁছে ওই যুবককে আটক করে নিয়ে যায়।থানা সূত্রে খবর, 'এক মহিলার লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুই পক্ষকে সামনাসামনি বসিয়ে বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

বদলি হওয়া মাদ্রাসা শিক্ষকদের দ্রুত সার্ভিস বুক ছেড়ে দেওয়ার দাবি

সাইফুল লস্কর ● আলিপুর

আপনজন: মাদ্রাসা শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের বদলির সুযোগ করে দিয়েছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। গত মাসের বেতনও চালু হয়ে গেছে। এই বার তাদের পুরোনো মাদ্রাসা থেকে সদ্য যোগদান করা মাদ্রাসাতে দ্রুত ভবিষ্যনিধি ট্রান্সফার এর জন্য জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক ও অতিরিক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নিকট আবেদন জানাল তৃণমূল পন্থী মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন। দক্ষিন চব্বিশ পরগনা জেলা সহ অন্যান্য জেলা গুলির বদলি হওয়া শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের কর্ম জীবনের সার্ভিস বুকেও যাতে দ্রুত কাউন্টারসাইন করে দেওয়া হয় সে বিষয়ে আধিকারিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক নেতা আবু সুফিয়ান পাইক। ভবিষ্যনিধির কাজ অনলাইন এর মাধ্যমে হলে সমস্যা কমবে বলে তিনি জানান। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অতিরিক্ত জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের দফতরে উপস্থিত হয়ে শিক্ষকরা ব্রজেন্দ্রনাথ মন্ডলকে পুষ্প স্তবক দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করেন। পি .এফ. এর অনলাইন কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান ব্রজেন্দ্রনাথ মন্ডল। নথি পত্র ঠিকঠাক জমা দেওয়া হলে বদলি হওয়া শিক্ষকদের সার্ভিস বুকেও কাউন্টারসাইন দ্রুত সম্পন্ন করা হবে জানান আধিকারিকরা।

হাড়োয়া উপনির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা ৯

মনিরুজ্জামান ● হাড়োয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা ৯ জন।৩০ অক্টোবর বুধবার ছিল মনোনয়ন প্রত্যাহার করার শেষ দিন।কিন্তু কোনও প্রার্থীই মনোনয়ন প্রত্যাহার করেননি।চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছে।তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সেখ রবিউল ইসলাম, বিজেপির প্রার্থী বিমল দাস, কংগ্রেসের প্রার্থী হাবিব রেজা চৌধুরী, অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের প্রার্থী পিয়ারুল ইসলাম, ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রার্থী আব্দুল নঈম মল্লিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাকিরা সবাই নির্দল। আগামী ১৩ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গে অন্য পাঁচটি বিধানসভা আসনের সঙ্গে সঙ্গে হাড়োয়া বিধানসভা আসনেও উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফল ঘোষণা হবে ২৩ নভেম্বর, শনিবার। সব দলের প্রার্থীই জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

ওয়াকফ বিল বিরোধী সভা কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলতে বুধবার কলকাতায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড, জামাতে ইসলামী হিন্দ, সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন, কলকাতা খেলাফত কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, বিভিন্ন জেলায় নতুন ওয়াকফ বিলের সর্বনেশে ধারার বিষয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে একটি করে কনভেনশন করা হবে। আর সে উপলক্ষেই শীঘ্রই কলকাতায় একটি প্রতিনিধি সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন হযরত মাওলানা আনসার আলাম কাশ্মীর ডক্টর সরফরাজ আদিল মৌলানা কামরুজ্জামান মাওলানা আবু তালেব আনোয়ার হোসেন কাসেমী নিজামুদ্দিন বিশ্বাস মাওলানা আক্তার হোসেন মাওলানা আমিনুল আম্বিয়া ওমর ওয়ারিশ,প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র বক্তাদের বক্তব্য মধ্য দিয়ে উঠে আসে ফ্যাসিজ বিজেপি সরকার একের পর এক সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপরে অত্যাচার শুরু করেছে কখনো বাবরি মসজিদ কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা একাধিক জায়গার নাম পরিবর্তন করা তিন তালাক তুলে দেয়া এমনকি মুসলিম পার্সোনাল লর উপরেও আঘাত হেনে চলেছে। তারা বলেন সহ্যের একটা সীমা আছে আমরা যত চুপ থেকেছি তত সুযোগ পেয়ে বসেছে তাই এবার আর চুপ নয়। বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে গজিয়ে উঠতে সারা দেশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক একাধিক সংগঠনের।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সামশেরগঞ্জে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শিশুর। জখম হয়েছেন আরো দুজন। শুক্রবার বিকেলে তেল ট্যাঙ্কারবাহী লরিকে পেছন থেকে ধাক্কা বাইকের মৃত্যু হয় এক শিশুর। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার জয়কৃষ্ণপুর হাইস্কুল সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই শিশুটির নাম রিক মন্ডল (৮)। জখম মহিলার নাম জানা না গেলেও গুরুতর জখম বাইক চালকের নাম জিতেন মন্ডল বলেই জানা গিয়েছে। তাদের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার পারদেওনাপুর এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তেল ট্যাঙ্কারবাহী লরিটি বহরমপুরের দিক থেকে মালদার দিকে যাচ্ছিল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আগ্নেয়াস্ত্র সহ সাগর পাড়ায় গ্রেফতার তিন

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: দুটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত তিন পুলিশের জালে সাগর পাড়ায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সাগর পাড়া থানার ধনীরামপুর এলাকায় তিন জনকে আটক করে তল্লাশি করলে তাদের কাছ থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি ম্যাগাজিন সহ দুই রাউইন্ড গুলি উদ্ধার হয়।ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় তিন জনকে। ইতি মধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাগর পাড়া থানার পুলিশ কি কারণে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রেখেছিল কাছে। ধৃতদের শুক্রবার জেলা আদালতে তোলা হয় পুলিশি হেফাজতের আবেদন চেয়ে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

ব্যাগ তৈরি ও খেলনা সামগ্রীর গুদামে আগুন

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদহের ব্যস্ততম শহর কালিয়াচকের একেবারে চৌরঙ্গী মোড় কিছু দূরত্বে অর্থাৎ গোসাই কলোনি এলাকায় বিধ্বংসী বহুতল ব্যবসা কেন্দ্রে ব্যাগ তৈরী ও খেলনা সামগ্রীর গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। এদিন শুক্রবার সকাল এগারো টা নাগাদ হটাৎ আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে ছুটে যান স্থানীয়রা। সেখানে গিয়ে দেখেন দাউ দাউ করে জ্বলছে গোডাউনের সমস্ত জিনিসপত্র। আগুনের শিখা বহু দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন কালিয়াচকের অসংখ্য ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের বহু প্রচেষ্টার পর এই বিধ্বংসী আগুনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন সাধারণ মানুষ। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কালিয়াচক থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। স্থানীয়রা বলেন, ঘটনার পরপরই জানানো হয়েছিল দমকল বিভাগে কিন্তু মালদা শহর থেকে দমকলের ইঞ্জিন এসে পৌঁছয় প্রায় ২ ঘন্টা পর। ততক্ষণে স্থানীয়রা যে যেমন ভাবে পারে তাদের উপস্থিত বুদ্ধিতে ও পরিশ্রমে সেই লেলিহান আগুনকে নেভাতে সক্ষম হয়। তবে গোডাউনে সামগ্রী ও ব্যাগ তৈরির মালপত্র পুড়ে ছাই।

নিজে হাতে পুজো করলেন সাংসদ কল্যাণ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার বাড়িতে নিজে হাতে কালী পুজো করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গতকাল রাতের পর শুক্রবার সকাল থেকে বাঁকুড়ার দোলতলায় নিজের বাড়ির মন্দিরে কালী পুজো করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সারাবছর যেখানেই থাকুন না কেন কালী পুজোর সময় প্রতিবছরই বাঁকুড়ার দোলতলায় নিজের বাড়িতে ফেরেন কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে বাড়ির মন্দিরে নিজে হাতে পুজো দেন তিনি। এবারও তার অন্যথা হলনা। কালী পুজো উপলক্ষে গতকালই তিনি বাঁকুড়ার দোলতলার বাড়িতে হাজির হন। রাতে সেখানে দেবী পুজো করেন তিনি। আজ দুপুরে ফের তিনি এক প্রস্থ পুজোয় বসেন।

লেবাননের নেজমেহ-র বিরুদ্ধে তিন গোলে জিতল ইস্টবেঙ্গল

মারুফা খাতুন

আপনজন: শুক্রবার শেষ গ্রুপ এ খেলায় লেবাননের নেজমেহ এসসিকে ৩-২ ব্যবধানে জয় দিয়ে ইস্টবেঙ্গল এফসিকে ২০২৪-২৫ এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের নকআউট পর্বে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দিমিত্রিওস ডায়মান্তাকোস দুটি গোল করেছেন। ইস্টবেঙ্গল প্রথম সংস্করণের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করে সাত পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ এ-তে শীর্ষ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পশ্চিম অঞ্চল থেকে শীর্ষ রানার্স আপ হওয়ার জন্য তাদের ছয় পয়েন্ট যথেষ্ট কিনা তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে নেজমেহকে। এই ম্যাচের আগে নেজমেহ থেকে দুই পয়েন্ট পিছিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গল অষ্টম মিনিটে এগিয়ে যায় কারণ বাবা মুসা অনিচ্ছাকৃতভাবে মাদিহ তালালের কর্নার কিক থেকে নিজের গোলে করেন। নেজমেহের মন্থর সূচনা ভারতীয় দলকে ১৫ তম মিনিটে তাদের লিড বাড়াতে দেয় কারণ দিয়ামান্তাকস মহেশ নাওরেমের নিচু ক্রসে রূপান্তর করে টানা তৃতীয়বারের মতো গোল করেন। নেজমেহ, এখনও ধাক্কা খেয়ে, তাদের আগের দুটি জয়ের পরপরই একটি গোল করতে সক্ষম হয়েছিল। লেবানিজ দল তাদের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করে এবং হাফ টাইমের ঠিক দুই মিনিট আগে সমতা আনে কারণ হুসেন মনজার শীর্ষ কর্নারে একটি অবিশ্বাস্য ফ্রি-কিক গোল করে, একটি উত্তেজনাপূর্ণ দ্বিতীয়ার্ধের মঞ্চ তৈরি করে। বাদ পড়ার ঝুঁকির কারণে দ্বিতীয়ার্ধে উভয় দলই আরও সতর্ক হয়ে ওঠে, তা সত্ত্বেও নেজমেহ সুযোগ তৈরি করতে সক্ষম হন। ৪৭ তম মিনিটে হাসান কৌরানি হেডারে গোল করতে ব্যর্থ হন, অন্যদিকে মাহদি জেইন এবং আতায়ার প্রচেষ্টা গিল রক্ষা করেন কারণ খেলা পরবর্তী ৩০ মিনিটে টাই থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি উপস্থিত হয় যখন তালালকে পেনাল্টি এলাকায় আলি ইসমাইল ফাউল করেন এবং রেফারি সংক্রান বুনমেকিয়ার্ট পেনাল্টি কিক দেন। ৭৭তম মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের সুবিধা পুনরুদ্ধার করে পেনাল্টিটি সহজে রূপান্তর করে ডায়মান্তাকোস। নেজমেহ দেরিতে ফিরে আসার এবং ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল কারণ ইন্ডিয়ান সুপার লিগ দল বিজয় এবং প্রথম স্থান নিশ্চিত করতে তাদের নেতৃত্ব বজায় রেখেছিল।

আমোরিমই ইউনাইটেডের প্রধান কোচ

আপনজন ডেস্ক: বাতাসে কয়েক দিন ধরে ভাসছিল গুঞ্জনটা। শেষ পর্যন্ত সেই গুঞ্জনই সত্যি হলো। পর্তুগিজ রুবেন আমোরিমকেই প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ১১ নভেম্বর প্রধান কোচের দায়িত্ব নিতে লিসবন থেকে ওল্ড ট্রাফোর্ডে যাবেন আমোরিম। ইউনাইটেডের সঙ্গে এই পর্তুগিজ কোচের চুক্তি ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত।

গত সোমবার ব্যর্থতার দায়ে ইউনাইটেডের চাকরি হারান ডাচ কোচ এরিক টেন হাগ। ডাচ এই কোচের অধীন চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই সংগ্রাম করছিল 'রেড ডেভিল'রা। বর্তমানে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকার ১৪ নম্বরে আছে ইউনাইটেড।

টেন হাগের বিদায়ের পর থেকেই আলোচনায় আসেন আমোরিম। এর আগে ইয়ুর্গেন ক্লপের বিদায় ঘোষণার পর আমোরিমের লিভারপুলে যাওয়ার গুঞ্জন শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত খবরটি সত্যি হয়নি। যে কারণে শেষ পর্যন্ত এবার তাঁর ইউনাইটেডে আসার গুঞ্জনটি কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকে দৃষ্টি ছিল সবার।

এক বিবৃতিতে আমোরিমকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইউনাইটেড। বিবৃতিতে ক্লাবটি বলেছে, 'রুবেন এ মুহূর্তে ইউরোপে রোমাঞ্চ ছড়ানো এবং দারুণভাবে মূল্যায়িত একজন কোচ।'

আমোরিমকে প্রধান কোচ ঘোষণা করলেও আগামী তিন ম্যাচ ইউনাইটেডের ডাগআউট সামলাবেন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ রুড ফন নিস্টলরয়। টেন হাগের বিদায়ের পর আপৎকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন সাবেক ডাচ স্ট্রাইকার। এর আগে তিনি টেন হাগের সহকারীর ভূমিকায় ছিলেন। তাঁর অধীন লেস্টার সিটিকে ৫-২ গোলে হারিয়ে কারাবাও কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ইউনাইটেড।

২০১৩ সালে কিংবদন্তি কোচ স্যার আলেক্স ফার্গুসন বিদায় নেওয়ার পর থেকে অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ইউনাইটেড। একের পর এক কোচ বদলেও সাফল্যের দেখা পায়নি ক্লাবটি। ফার্গুসনের বিদায়ের পর আমোরিম হতে যাচ্ছেন পূর্ণ মেয়াদে ক্লাবটির দায়িত্ব নেওয়া ষষ্ঠ কোচ।

এর আগে এই সপ্তাহে স্পোর্টিং লিসবন জানায় ইউনাইটেড আমোরিমের জন্য ১ কোটি ১০ লাখ ইউরো রিলিজ ক্লজ দিতে রাজি হয়েছে। এ ঘোষণার পর আমোরিমের ইউনাইটেডে যাওয়া ছিল সময়ের ব্যাপার। ২০২০ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর লিসবনকে আমূল বদলে দেন আমোরিম। তাঁর অধীন দুটি লিগ শিরোপাসহ গত ৪ বছরে পাঁচটি ট্রফি জিতেছে পর্তুগিজ ক্লাবটি।

অ্যান্টিগাতে লুইস-ঝড়ে উড়ে গেল ইংল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: তিন বছরের বেশি সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়ানডে দলে ছিলেন না। গত সপ্তাহে পাল্লেকেলেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে ফিরেই খেলেন ৬১ বলে ১০২ রানের ঝোড়ো ইনিংস। এভিন লুইস সেই ধারা ধরে রাখলেন গতকাল রাতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও।

অ্যান্টিগার ভিভ রিচার্ডস স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে সফরকারী ইংলিশদের একাই উড়িয়ে দিয়েছেন লুইস। খেলেছেন ৬৯ বলে ৯৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস। যে ইনিংসে ছক্কা মেরেছেন ৮টি, অথচ ইংল্যান্ডের পুরো ইনিংসেই ছক্কা মাত্র দুটি। লুইসের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের দিনে ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথমে ব্যাট করে ইংলিশরা তোলে ২০৯ রান। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ক্যারিবীয়রা পরিবর্তিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ৫৫ বল হাতে রেখে। রান তাড়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটা ছিল দেখেশুনে। প্রথম তিন ওভারে লুইস ও ব্রান্ডন কিং তোলেন মাত্র ৯ রান। চতুর্থ ওভারের শেষ বলে জন টার্নারকে ছয় মেরে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের শুরু করেন লুইস। এরপর তুলে মারতে শুরু করেন জফরা আর্চার, স্যাম কারেন আর আদিল রশিদদেরও। ইনিংসের ১৪তম ওভারে ব্যক্তিগত ৪৬ বলে পূর্ণ হয় লুইসের ফিফটি। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ১৫ ওভারে বিনা উইকেটে ৮১ থাকার সময় বৃষ্টি নামলে খেলা বন্ধ থাকে এক ঘণ্টা। ক্যারিবীয়দের জন্য নতুন লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৫ ওভারে ১৫৭ রানের। লক্ষ্যটা হাতের নাগালে নিয়ে আসেন দুই ওপেনারই। ব্যক্তিগত ৩০ রানে কিং যখন লিভিংস্টোনের বলে ক্যাচ দেন, ততক্ষণে ১১৮ রান উঠে গেছে স্কোরবোর্ডে। লুইস ছুটছিলেন অবশ্য সেঞ্চুরির দিকেই। তবে সেঞ্চুরি থেকে ৬ রান দূরে থাকতে রশিদকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে লং-অফে বেথেলের ক্যাচে পরিণত হন লুইস, থামে ৯৪ রানের ইনিংস। এর আগে টসে হেরে ব্যাট করতে নামা ইংল্যান্ডের হয়ে বড় ইনিংস খেলতে পারেননি কেউই। প্রথম ছয় ব্যাটসম্যানের সবাই ন্যূনতম ২৭ বল খেলেছেন, কিন্তু কারও ইনিংসই পঞ্চাশ পার হয়নি। সর্বোচ্চ ৪৮ রান আসে অধিনায়ক লিভিংস্টোনের ব্যাট থেকে। জেকব বেথেল করেন ২৭ রান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ৪৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন গুড়াকেশ মোতি। ম্যাথিউ ফোর্ড, জেডেন সিলস ও আলজারি জোসেফরা নেন দুটি করে উইকেট।

ম্যাচসেরার স্বীকৃতি ওঠে বাঁহাতি মোতির হাতেই।

সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে আগামীকাল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ইংল্যান্ড: ৪৫.১ ওভারে ২০৯ (লিভিংস্টোন ৪৮, কারেন ৩৭, বেথেল ২৭; মোতি ৪/৪১, সিলস ২/২২)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: (লক্ষ্য ৩৫ ওভারে ১৫৭) ২৫.৫ ওভারে ১৫৭/২ (লুইস ৯৪, কিং ৩০; লিভিংস্টোন ১/৩২)।

ফল: ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮ উইকেটে জয়ী (ডিএল মেথডে)।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: গুড়াকেশ মোতি।

শেষবেলায় কোহলি রান আউট হওয়ায় চাপের মধ্যে ভারত

আপনজন ডেস্ক: নিউজিল্যান্ড সিরিজ জিতেছে আগেই। সেদিক থেকে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সিরিজের শেষ টেস্টটি শুধুই নিয়মরক্ষার। তবে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ভারতের জন্য এই নিয়মরক্ষার ম্যাচটির গুরুত্বই অনেক।

গুরুত্বপূর্ণ সেই টেস্টের প্রথম দিন শেষ বিকেলের ভুলে এলোমেলো হয়ে গেছে ভারত। ১ উইকেটে ৭৮ রান করা ভারত দিন শেষ করেছে ৪ উইকেটে ৮৬ রান নিয়ে। টসে জিতে ব্যাটিং করা নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে গেছে মাত্র ২৩৫ রানে। ভারত পিছিয়ে আছে ১৪৯ রানে।

দলের ২৫ রানে রোহিত শর্মাকে শুরুতে হারানোর পর বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই খেলছিলেন যশস্বী জয়সোয়াল ও শুবমান গিল। গড়েন ৫৩ রানের জুটি। তবে এজাজ প্যাটেলের বলে রিভার্স সুইপ খেলতে গিয়ে ব্যক্তিগত ৩০ রানে বোল্ড হন জয়সোয়াল, দলের রান তখন ৭৮।

নাইটওয়াচম্যান হিসেবে উইকেটে আসা সিরাজ আউট হন মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলেই। এরপর দিনের শেষ ওভারে পাগলাটে এক সিদ্ধান্তে সিঙ্গেল নিতে গিয়ে রানআউট হন কোহলি। ৩১ রানে অপরাজিত আছেন গিল, অপরাজিত আরেক ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্ত উইকেটে আছেন ১ রান নিয়ে। ১৮ রানে আউট হওয়া রোহিত টেস্টে অনেক দিন ধরেই ছন্দহীন। আজকের আগে সর্বশেষ ৮ ইনিংসে রোহিতের ফিফটি মাত্র ১টি। সেটি এসেছিল এই সিরিজের প্রথম টেস্টে। এর মধ্যে ২০ রানের নিচে আউট হয়েছেন ৬ বার।

ভারতের ইনিংসের ৪ উইকেটের ২টি নিয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার এজাজ প্যাটেল, ১টি উইকেট পেসার ম্যাট হেনরির। প্রথম দিনের শেষ সেশনে সব মিলিয়ে উইকেট পড়েছে ৮টি।

পুনে টেস্টে প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ড করেছিল ২৫৯ রান। এই রান তুলেই প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ড ১০৩ রানের লিড পেয়েছিল। তবে মুম্বাইয়ের উইকেট পুনের মতো ততটা বোলিং-সহায়ক নয়। এখানে প্রথম ইনিংসের গড় স্কোর ৩০০ রানের চেয়ে কিছুটা বেশি। এরপরও প্রথম দিন শেষে নিউজিল্যান্ডের ২৩৫ রানকেই যথেষ্ট সংগ্রহ মনে হচ্ছে। সেটা অবশ্য ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের 'সৌজন্যেই'!

নিউজিল্যান্ডের সামনে অবশ্য বড় সংগ্রহ দাঁড় করানোর সুযোগ ছিল। ৭২ রানে প্রথম ৩ উইকেট হারালেও চতুর্থ উইকেটে ড্যারিল মিচেল ও উইল ইয়াংয়ের ৮৭ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় কিউইরা। তবে শেষ ৭ উইকেট আবার হারায় ৭৬ রানে।

মিচেলের ৮২ ও ইয়াংয়ের ৭১ রানের ইনিংস ছাড়া তেমন কিছু করতে পারেননি আর কোনো কিউই ব্যাটসম্যান। ছয়জন আউট হয়েছেন এক অঙ্কের ঘরে।

ভারতের হয়ে ৫ উইকেট নিয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা। সর্বশেষ টেস্টে ১৩ উইকেট নেওয়া ওয়াশিংটন সুন্দর পেয়েছেন ৪ উইকেট। অন্য উইকেটটি নিয়েছেন পেসার আকাশ দীপ। ১৪ ওভার বোলিং করে কোনো উইকেট পাননি রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ভারতের বিপক্ষে টেস্টের কোনো ইনিংসে নিউজিল্যান্ড অলআউট হয়েছে অথচ অশ্বিন উইকেট পাননি, এমন ঘটনা এবারই প্রথম।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

নিউজিল্যান্ড: ৬৫.৪ ওভারে ২৩৫ (মিচেল ৮২, ইয়াং ৭১; জাদেজা ৫/৬৫, সুন্দর ৪/৮১)।

ভারত: ১৯ ওভারে ৮৬/৪ (জয়সোয়াল ৩০, গিল ৩১*; প্যাটেল ২/৩৩, হেনরি ১/১৫)।

টি-টোয়েন্টিতে ৬০০০ রান গাজী সুজাউদ্দিনের

আপনজন ডেস্ক: হিমাচল প্রদেশের সারহন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে রেকর্ডের ছড়াছড়ি বাংলার গাজী সুজা উদ্দিনের ইন্টার স্টেট ক্রিকেট লীগ ২০২৪। ইউনাইটেড ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে খেলতে দেখা যায় গাজী সুজাউদ্দিনকে সেখানে তিনি প্রথম ম্যাচে হিমাচলের এক ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সেঞ্চুরি হাকালেন তিনি টি-টোয়েন্টি তার এই প্রথম সেঞ্চুরি কেবলমাত্র ৭১ বলে ১০২* রানে অপরাজিত থাকেন , এই অসাধারণ ইনিংস এর মধ্যে ১২ টি চার ও সাতটি ছয় মারেন তিনি এটা টি-টোয়েন্টিতে তার সর্বাধিক স্কোর। এই লীগে তিনি ৩ টি ম্যাচ খেলে ৪৬.৬৬ শতাংশে ১৪০ রান করেন এবং বোলিং করে ৫ টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। এছাড়াও এই লিগ ম্যাচ চলাকালীন তিনি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ক্যারিয়ারে ৬০০০ রান ও পূর্ণ করেছে। বর্তমানে তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যতে গিয়ে ছোট বড় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। এই নিয়ে মোট ১৯৯ টি ম্যাচ খেলে ৩০.৫৫ শতাংশে ৬,০৮১ রান করেছেন তিনি, টি-টোয়েন্টি ম্যাচে অসাধারণ ৩৫ টি হাফ সেঞ্চুরি এবং একটি সেঞ্চুরি আছে তার। এছাড়া দুরন্ত কলিং করে ইতিমধ্যে ২৯০ টি উইকেট নিয়েছেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি করায় পশ্চিমবাংলা এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন সবাই ।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারতকে পাকিস্তানে যেতে ওয়াসিম আকরামের আর্তি

আপনজন ডেস্ক: রাজনৈতিক বৈরিতায় ১৬ বছর ধরে পাকিস্তান সফরে যায় না ভারত ক্রিকেট দল। পাকিস্তানে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি সামনে রেখে দেশটিতে না যেতে আবারও নানা রকম টালবাহানা শুরু করে দিয়েছে ভারত। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অনেক আগে থেকেই বলে আসছে সরকারের সবুজসংকতে না পেলে রোহিত-কোহলি-বুমরাদের পাকিস্তানে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ কারণে বিসিসিআই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) ২০২৩ এশিয়া কাপের মতো ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও হাইব্রিড মডেলে আয়োজনের তাগাদা দিয়ে আসছে। এর অর্থ, ভারতের ম্যাচগুলো হবে পাকিস্তানের বাইরে।

তবে পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরামের দাবি, দুই দেশের সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে রোহিত-কোহলিরা পাকিস্তানে যাবেন বলে বিশ্বাস তাঁর।

এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে আকরাম বলেছেন, 'আমি যা কিছু পড়েছি, আমার মনে হয় ভারত সরকার ও বিসিসিআইয়ের মধ্যে ইতিবাচক আবহ তৈরি হয়েছে। আমি কোথায় যেন পড়েছি, ভারত তাদের ম্যাচগুলো লাহোরে খেলবে। সম্ভবত তারা লাহোরে খেলে সেই রাতেই দেশে ফিরে যাবে। ভারত যতক্ষণ এতে স্বস্তি বোধ করে, ততক্ষণ আমি আশাবাদী।'

পাকিস্তানকে ১৯৯২ বিশ্বকাপ জেতানোর অন্যতম এই নায়ক মনে করেন, ভারতীয় দলের পাকিস্তানে খেলতে যাওয়া ক্রিকেটের মঙ্গল বয়ে আনবে, 'এখনকার দিনে এবং বর্তমান যুগে মানুষে মানুষে যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই জমানায় অনেক নেতিবাচকতা চোখে পড়ছে। আমার মতে, এগুলো অপ্রয়োজনীয় বিষয়। আমি মনে করি ভারত (পাকিস্তানে) এলে ক্রিকেটের জন্য বিশাল ব্যাপার হবে এবং অবশ্যই পাকিস্তানের জন্য দারুণ হবে।'

পাকিস্তানে রোহিত-কোহলিদের অনেক ভক্ত আছে জানিয়ে আকরাম আরও বলেছেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি, তাদের (ভারতীয় দলকে) খুব ভালোভাবেই দেখভাল করা হবে। পাকিস্তানেও বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্যকুমার যাদবদের ভক্ত আছে। তরুণ ক্রিকেটপ্রেমীরা তাদের ভালোবাসে।'

আগামী বছরের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানের তিনটি ভেন্যুতে (লাহোর, করাচি ও রাওয়ালপিন্ডি) চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হওয়ার কথা। তবে ভ্রমণ ঝক্কি এড়াতে ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারতের সব ম্যাচ লাহোরে আয়োজন করতে চায় পিসিবি। এমনকি লাহোরে খেলে সেই রাতেই ভারতীয় দলকে দেশে ফেরার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া মাঠে বসে রোহিতের দলকে সমর্থন দিতে ১৭ হাজার ভারতীয়কে ভিসা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে পাকিস্তান ও ভারত ছাড়াও খেলার কথা বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আফগানিস্তানের। শেষ পর্যন্ত ভারত টুর্নামেন্ট থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলে কপাল খুলবে শ্রীলঙ্কার।

দিয়েগো মারাদোনার নামে ফাউন্ডেশনের ঘোষণা সন্তানদের

আপনজন ডেস্ক: ফুটবল কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনার স্মরণে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁর সন্তানেরা। এই ফাউন্ডেশনের আওতায় থাকবে 'এম১০ মেমোরিয়াল', যা আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এইরেসের পর্যটনকেন্দ্র পুয়ের্তো মাদেরোয় স্থাপন করা হবে। ২০২৫ সালে এটি দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

'এম১০ মেমোরিয়াল'-এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ঘোষণাটি এমন সময়ে এসেছে, যার এক দিন আগে ৩০ অক্টোবর মারাদোনার ৬৪তম জন্মদিন ছিল এবং ২৫ নভেম্বর পালিত হবে কিংবদন্তি এই ফুটবলারের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী। আর্জেন্টিনার স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে মারাদোনার মেয়ে দালমা তাঁর ভাই-বোনদের পক্ষ থেকে বলেন, 'আমরা আমাদের পিতাকে মানুষের ভালোবাসার কাছাকাছি নিয়ে যেতে চাই। যাঁরা তাঁর কাছে ফুল নিয়ে আসতে চান, তাঁদের সেই ইচ্ছাপূরণের সুযোগ করে দিতে চাই।'

বিবৃতিতে জানানো হয়, ১০০০ বর্গমিটার আয়তনের ফাউন্ডেশন আঙিনায় সব আর্জেন্টাইন বিনা খরচে ঢুকতে পারবেন। আর মারাদোনা ফাউন্ডেশনে অনুদান দিলে মেমোরিয়ালের 'হেরিটেজ ওয়াল'-এর সামনে ছবিও তুলতে পারবেন।

দালমা জানান, তিনি ও অন্য মায়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া আরও চার ভাই-বোন মিলে এই ফাউন্ডেশন পরিচালনা করবেন। মারাদোনাকে 'ট্রিবিউট প্রদান ও পরম্পরা সংরক্ষণে'র আকাঙ্ক্ষা থেকে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আর্জেন্টিনার ১৯৮৬ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক মারাদোনা ৬০ বছর বয়সে ২০২০ সালের নভেম্বরে মারা যান। চিকিৎসকেরা তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। তবে আর্জেন্টিনার একটি আদালত মারাদোনার মৃত্যুতে চিকিৎসক দলের অবহেলার অভিযোগে তদন্ত করছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**